আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিনীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য

সূরা আল ইমরান- ১৩

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ রবিবার ॥ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥ ২৭ শাবান ১৪৪৭ ॥ ০২ ফাল্গুন ১৪৩২ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ২৭৪ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

তারেক রহমান, শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য তারেক রহমান, শফিকুর রহমান এবং ২ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের নাগরিকদের বৃহদাংশ পুরোনো ব্যবস্থায় ফিরতে চায় না

কীর্তনখোলা ডেস্ক

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, বাংলাদেশের নাগরিকরা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং ২ এর পাতায় দেখুন

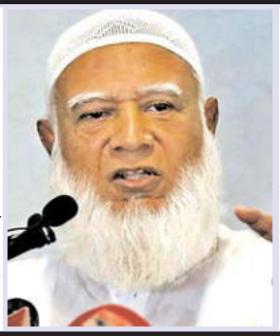

সরকারকে জবাবদিহিতায় রেখে জাতীয় অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখব

কীর্তনখোলা ডেস্ক

গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা ও শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন বাংলাদেশ ২ এর পাতায় দেখুন

এনসিপির ভরাডুবি : বিশ্বাসঘাতকতার জবাব ব্যালটে দিয়েছে তরুণরা

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল করতে পারেনি। ২০২৪ ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল-ভোলা-ঝালকাঠিসহ ২৬ জেলায় বিএনপির একক বিজয়

এম জামান

দেশের ইতিহাসে এবারই প্রথম কোন দল এককভাবে ২৬টি জেলার সব ক'টি আসনে বিজয় লাভ করেছে। নির্বাচন কমিশনের গেজেট অনুযায়ী, বরিশাল-ঝালকাঠিসহ ২৬টি জেলায় বিএনপি এই কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বরিশালের ৬টি আসনেই বিএনপি প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে। নির্বাচন কমিশনের সূত্রমতে, **বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া)** আসনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী জহির উদ্দিন স্বপন পেয়েছেন ১ লাখ ৫৫২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী কামরুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৪৬ হাজার ২৬৩ ভোট। **বরিশাল-২ (বানারীপাড়া-উজিরপুর)** আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় বিএনপির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য সরদার সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু পেয়েছেন ১ লাখ ৪১ হাজার ৬২২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী আবদুল মন্নান পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৮২ ভোট। **বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী)** আসনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী জয়নুল আবেদীন পেয়েছেন ৮০ হাজার ৯৩০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোট মনোনীত ঈগল প্রতীকের প্রার্থী ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া পেয়েছেন ৬১ হাজার ১৯২ ভোট। জয়নুল আবেদীন ১৮ হাজার ৭৩৮ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। **বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ)** আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৪৯টি। ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ও জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহসান পেয়েছেন ১ লাখ ২৮ হাজার ৩২২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মো. আব্দুল জব্বার পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৬৮৪ ভোট। **বরিশাল-৫ (সদর ও মহানগর)** আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১৭৬টি। ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সরোয়ার পেয়েছেন ১ লাখ ৩৫ হাজার ১৪৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মুফতি ফয়জুল করীম পেয়েছেন ৯৫ হাজার ৪৪ ভোট। সরোয়ার ৪০ হাজার ১০২ ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। **বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ)** আসনে মোট ভোটকেন্দ্র ১১৩টি। জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আবুল হোসেন খান পেয়েছেন ৮২ হাজার ২১৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত মো. মাহমুদুন্নবী পেয়েছেন ৫৫ হাজার ৯৮৮ ভোট। ঝালকাঠীর দুটি আসনেও পেয়েছে বিএনপি বিজয়। ঝালকাঠী-১ আসনে বিএনপি'র রফিকুল ইসলাম ২ এর পাতায় দেখুন

এ বিজয় গণতন্ত্রের, এ বিজয় বাংলাদেশের : তারেক রহমান

কীর্তনখোলা ডেস্ক

বিএনপিকে নির্বাচনে বিজয়ী করার জন্য দেশের জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, এ বিজয় গণতন্ত্রের, এ বিজয় বাংলাদেশের, এ বিজয় দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের। আজ থেকে আমরা স্বাধীন। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আমি দেশের সব জনগণকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। সব প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে আমরা দেশের গণতন্ত্রের পথ সুগম করেছি। ফ্যাসিবাদের রেখে যাওয়া ভঙ্গুর অর্থনীতি, অকার্যকর সাংবিধানিক এবং বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও দুর্বল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এমন একটি পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছি। তারেক রহমান বলেন, আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দেড় ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল সদর ৫ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বরিশাল সদর উপজেলার বিএনপির নেতৃবৃন্দ -কীর্তনখোলা

বরিশাল থেকে মন্ত্রিসভায় ডাক পেতে পারেন যারা

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল বিভাগের ছয় জেলার ২১টি আসনের মধ্যে ১৮টিতেই নিরঙ্কুশ বিজয় পেয়েছে বিএনপি ও তাদের জোট। ফলে এখন বিভাগের রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়- কে কে ডাক পাচ্ছেন তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন সম্ভাব্য মন্ত্রিসভায়। গুঞ্জন রয়েছে, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই মন্ত্রিসভা চূড়ান্ত হতে পারে। বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মন্ত্রিপরিষদে বরিশাল বিভাগ থেকে কার ডাক আসবে সে নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে দলের নেতাকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মহলে। সেই আলোচনায় উঠে আসছে ডজনখানেক নেতার নাম। জানা গেছে, বিভাগের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু বরিশাল জেলা। এই জেলার সর্বজ্যেষ্ঠ সংসদ সদস্য মজিবর রহমান সরোয়ার। বরিশাল-৫ ২ এর পাতায় দেখুন

ইসলামী দলগুলোর অনৈক্যে বরিশাল বিভাগে জামায়াতের হার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

নির্বাচনি ঐক্য থেকে চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন সরে যাওয়ায় বরিশাল বিভাগের ৫টি আসনে হেরেছে জামায়াতে ইসলামী। এছাড়া আরও অন্তত ৬টিতে জয়ের একদম কাছে যাওয়ার মতো অবস্থা ছিল এই দুই দলের ঐক্য থাকলে। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণে মিলেছে এ তথ্য। বিষয়টি নিয়ে বরিশালে এখন চলছে নানা আলোচনা। দুপক্ষের অনৈক্যের কারণেই বরিশাল বিভাগে জামায়াতের 'এত বড় ভরাডুবি' বলছেন সবাই। সেই সঙ্গে ঐক্যে না থাকার খেসারত দিতে হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনকেও। সারা দেশে মাত্র একটি আসনে জিতেছে এই দলের প্রার্থী। দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যক্তি পর্যন্ত হেরেছেন ভোটে। অথচ জামায়াতের সঙ্গে থাকলে শুধু বরিশাল অঞ্চলেই কমপক্ষে ৪ জন সংসদ-সদস্য পেত হাতপাখা প্রতীকের এই দলটি। বরিশাল বিভাগের ২১টি নির্বাচনি আসনের মধ্যে ১৮টিতে জিতেছে বিএনপি তথা ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশাল সদর ৫ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অ্যাড. মজিবর রহমান সরোয়ারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান বরিশাল শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর ইউনুস আলী সিদ্দিকীসহ কর্মকর্তাবৃন্দ -কীর্তনখোলা

ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদের বাসায় যাবেন তারেক রহমান

কীর্তনখোলা ডেস্ক

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিজয়ের পর জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান ও জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) তাদের বাসভবনে যাওয়ার কথা রয়েছে তারেক রহমানের। এবার ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী, ২৯৭ আসনের মধ্যে বিএনপি একাই জয় পেয়েছে ২০৯টি। জোটের শরিকরা পেয়েছে আরও ৩টি আসন। সব মিলিয়ে পরবর্তী সংসদে বিএনপি জোটের আসনসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ২১২। তবে আরও দুটি আসনে জয়লাভের সম্ভাবনা আছে বিএনপির। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবার প্রথমবারের মতো সংসদ নির্বাচনে ২ এর পাতায় দেখুন

বসন্ত ও ভালোবাসা দিবস উদযাপন

বরিশালে ফুলের দোকানে তরুণ-তরুণীদের ভিড়

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে প্রিয়জনকে ফুল উপহার দিতে বরিশাল শহরের ফুলের দোকানগুলোতে ভিড় করছেন তরুণ তরুণীসহ নানা বয়সের মানুষ। বিশেষ এ দিনটিতে কদর বেড়েছে ফুলের রানি গোলাপসহ নানান ফুলের। বাংলা বর্ষপঞ্জির হিসাব অনুযায়ী গতকাল ছিল ঋতুরাজ বসন্তের প্রথম দিন 'পহেলা ফাল্গুন' 'ভ্যালেনটাইনস ডে' তথা বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এই দু'ই উৎসবকে ঘিরে নারী, পুরুষ ও বিভিন্ন বয়সের মানুষ প্রিয়জনকে ফুল উপহার দিতে ফুলের দোকানগুলোতে এসেছেন। কেউ প্রিয়জনকে সাথে নিয়ে, কেউবা আবার পরিবার নিয়ে এসেছেন ফুল কিনতে। দোকানিরাও দেশি বিদেশি নানান ২ এর পাতায় দেখুন

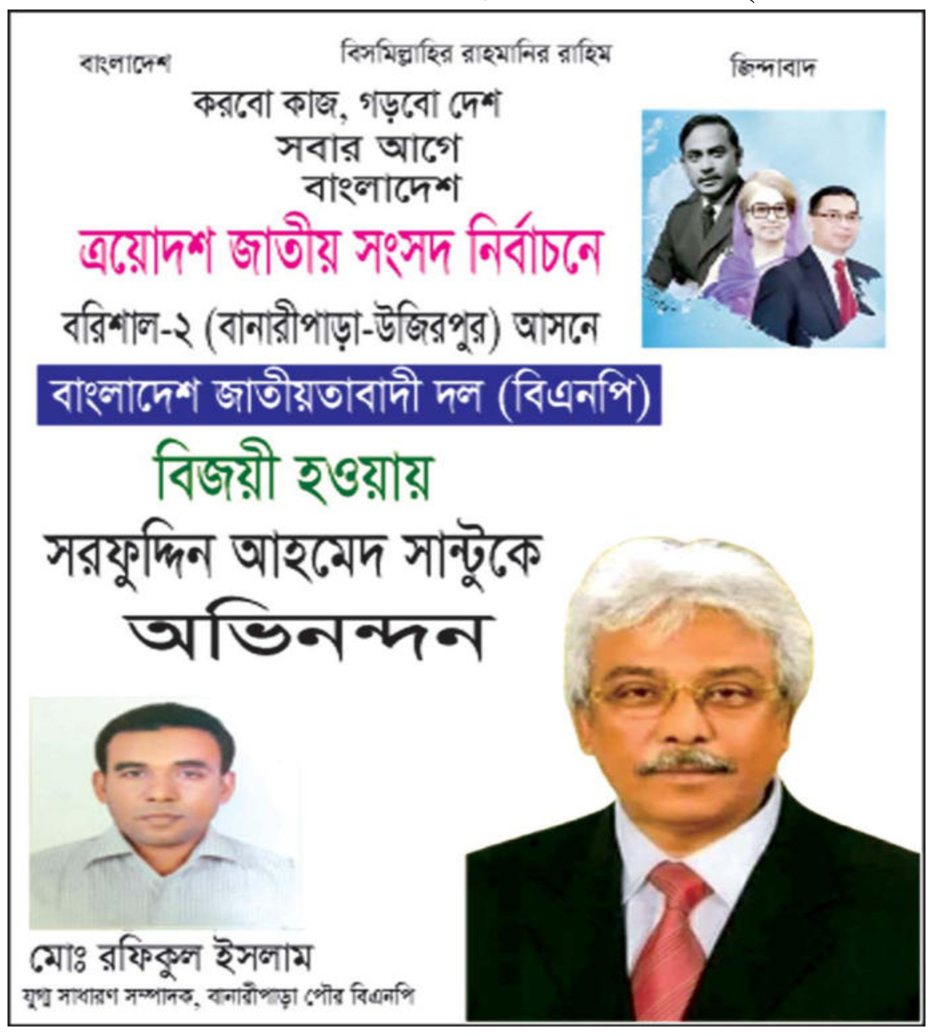

বরিশাল বিভাগে সর্বোচ্চ ভোটের ব্যবধানে নয়নের ঐতিহাসিক বিজয়

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোলা-৪ আসনে মো. নুরুল ইসলাম নয়ন এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করেছেন। ভোলা জেলার অন্তর্গত চরফ্যাশন এবং মনপুরা উপজেলার এই কৃতী সন্তান বরিশাল বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোটের ব্যবধানে এবং সমগ্র বাংলাদেশ-এ চতুর্থ সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়লাভ করেন। তিনি ভোলা-৪ আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে ১ লাখ ৮৯ হাজার ৩৫১ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৮১ হাজার ৪৩৭ ভোট। দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এই ভোটের ব্যবধান প্রায় ১ লাখ ৭ হাজার ৯১৪। তার এই বিজয় শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয় এটি চরফ্যাশনের জনগণের আস্থা, ভালোবাসা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন। মো: নুরুল ইসলাম নয়ন দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইংরেজি বিভাগ থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ২ এর পাতায় দেখুন

ভোটারদের কর্মস্থলে ফেরাতে নুরের ফ্রি লঞ্চ সার্ভিস

বাউফল প্রতিনিধি

ঢাকা ও চট্টগ্রামে কর্মরত গলাচিপা-দশমিনার ভোটারদের কর্মস্থলে নির্বিঘ্নে ফেরার সুবিধার্থে বিনামূল্যে লঞ্চ সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য নুরুল হক নুরের পক্ষ থেকে এ ফ্রি লঞ্চ সার্ভিস দেওয়া ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালের জেলায় জামানত হারালেন ২০ প্রার্থী

কীর্তনখোলা রিপোর্ট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনের ৩৬ প্রার্থীর মধ্যে ২০ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন বরিশাল জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়। মোট কাস্টিং ভোটের (প্রদত্ত ভোট) আট ভাগের এক ভাগ না পাওয়ায় তারা জামানত হারিয়েছেন। বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনে মোট প্রদত্ত ভোট ছিল ২ লাখ ৩ হাজার ৮৬০। এ আসনে জামানত হারিয়েছেন দুইজন প্রার্থীরা। তারা হলেন জাতীয় পার্টির (জেপি) বাইসাইকেল প্রতীকের প্রার্থী সেরনিয়াবাত সেকেন্দার আলী। তিনি পেয়েছেন মোট ১ হাজার ৭৩৬ ভোট। আরেক প্রার্থী হলেন- ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী রাসেল ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য **ঝালকাঠি জেলা:** নলছিটি, রাজাপুর, **পটুয়খালী জেলা:** পটুয়াখালী, বাউফল, আমতলী, **ভোলা জেলা:** তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, **পিরোজপুর জেলা:** নাজিরপুর, নেছারাবাদ ও **বরিশাল জেলা:** উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আব্যশক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

–মফস্বল সম্পাদক

০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের মসৃণ পথযাত্রা কাম্য

দেড় দশকের বেশি সময় ধরে চলা দেশবাসীর ভোটাধিকার বঞ্চনার অবসান হয়েছে। বহুল কাঙ্ক্ষিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশের মানুষ এতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নিয়েছে। তবে ভোট গণণা ও ফল ঘোষণায় কিছু ধোঁয়াশা এড়ানো গেলে একে ইতিহাসের সবচেয়ে সফল নির্বাচন বলা যেতো। অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর মানুষের যে উচ্চাশা তৈরি হয়েছিল সে ক্ষেত্রে তা আরো ইতিবাচক শেষ হতে পারত। তবে এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অনিশ্চয়তার অবসান হতে যাচ্ছে। নানাভাবে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করে দেশে অস্থিরতা তৈরির অপপ্রয়াসেরও ইতি ঘটছে। এবারের নির্বাচনে সব শ্রেণী-পেশার মানুষ অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। পেশিশক্তি ব্যবহার করে ভোটে জেতার কিছু চেষ্টা দেখা গেলেও প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকায় তা সফল হয়নি। কেন্দ্র দখল ব্যালট বাক্স ছিনতাই সন্ত্রাস সৃষ্টির পুরনো রেওয়াজ থেকে জাতি মুক্তি পেয়েছে। জালভোট দেয়াসহ অন্যান্য নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের কিছু ঘটনা ঘটেছে। কিছু ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ সতর্কতা দেখা গেছে। বেসামরিক প্রশাসনের সহযোগী হয়ে সেনাবাহিনী নিরপেক্ষভাবে কাজ করেছে। এবারের নির্বাচনের উল্লেখ করার মতো ঘটনা ছিল প্রতিযোগী প্রার্থীদের মধ্যে সম্প্রীতির মনোভাব। তাদের প্রচারে নিয়োজিত নেতাকর্মীরা একে অপরের সাথে সৌহার্দ্য প্রদর্শন করেছেন। নির্বাচনের দিন পাশাপাশি ক্যাম্পে কোনো ধরনের বৈরী আচরণ লক্ষ করা যায়নি। প্রতিযোগী প্রার্থীদের এজেন্টরাও ভোটকেন্দ্রে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থান করেছেন। বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এটিকে বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন বলা যায়। তবে ভোটের ফল তৈরি ও ঘোষণায় রহস্যজনক ধীরগতি দেখা গেছে। কিছু কেন্দ্রের ফল পরিষ্কার হয়ে গেলেও ঘোষণা করতে বিলম্ব হয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ আসন ঘিরে একটি লুকোচুরিভাব দেখা গেছে। রেজাল্টশিটে কাটাছেঁড়ার ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে স্বল্প ব্যবধানে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতে যাওয়া কিছু আসনে এমনটা ঘটায় সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ১১ দলীয় জোট কিছু ক্ষেত্রে ফল গরমিল ও ফল সাজানোর অভিযোগ করেছে। এ ব্যাপারে তারা নির্বাচন কমিশনের কাছে স্বচ্ছতা ও ইনসাফ আশা করে। তবে তারা এখনো কোনো ধরনের দায়িত্বহীন মন্তব্য ও আচরণ করেনি। জোটের পক্ষ থেকে উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দিতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। যেসব অনিয়মের অভিযোগ আনা হয়েছে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ দিয়ে সেগুলো খণ্ডাতে হবে। কোনো অন্যায় হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের গোঁজামিলের আশ্রয় নেয়া ঠিক হবে না। রাজনৈতিক শীর্ষ নেতাদের নির্বাচনের ফল মেনে না নেয়ার সংস্কৃতি দেশের জন্য বারবার বিপর্যয় ডেকে এনেছে। যার জন্য বড় ধরনের মাশুল দিতে হয়েছে জনগণকে। নির্বাচন কমিশনকে বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানটি যদি অনিয়মের অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্য সমাধান না করে তা হলে অনাস্থা ও অবিশ্বাস তৈরি করতে পারে। গণতান্ত্রিক উত্তরণ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। খেয়াল রাখতে হবে, আমরা ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে উঠে আসছি। এই উঠে আসাকে টেকসই করতে হলে প্রতিটি পক্ষকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। বিচার মানি তালগাছ আমার এ পুরনো সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আবারো যদি ক্ষমতার পুরনো বৃত্তে আটকে যায় বাংলাদেশ, তা হলে গণতন্ত্র শুরুতে হোঁচট খাবে।

এনসিপির ভরাডুবি : বিশ্বাসঘাতকতার

সালের ছাত্র-নেতৃত্বাধীন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত যুবভিত্তিক দলটি অনানুষ্ঠানিক ফলাফলে মাত্র ছয়টি আসনে জয় পেয়েছে। দলের কিছু সমর্থক মনে করছেন, গত ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট করার সিদ্ধান্তই তাদের ভোট কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ২৩ বছর বয়সী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী সোহানুর রহমান বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, '২০২৪ সালের অভ্যুত্থানের পর মানুষ যে আশা ও স্বপ্ন দেখেছিল, এনসিপি তা পূরণ করতে পারেনি।' তিনি আরও বলেন, 'জামায়াতের সঙ্গে এনসিপির জোট আমাদের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার মতো লেগেছে। আমাদের মতো অনেক তরুণ ভোটার তাই তাদের সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক শাকিল আহমেদ বলেন, এই জোট তরুণ ভোটারদের একটি বড় অংশকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, যারা নতুন রাজনৈতিক ধারার প্রত্যাশা করেছিল। তার ভাষ্য, 'নতুন কিছু শুরু করার পরিবর্তে অনেকেই এটিকে পুরোনো রাজনীতিতে ফিরে যাওয়া হিসেবে দেখেছেন। এই সিদ্ধান্ত তরুণ ভোটকে বিভক্ত করেছে এবং তুলনামূলকভাবে সংগঠিত ও শাসনক্ষম মনে হওয়া বিএনপির প্রতি সমর্থন বাড়িয়েছে।' এরই ধারাবাহিকতায় ২৯৭টি সংসদীয় আসনের মধ্যে বিএনপি ২০৯টিতে জয়ী হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে বিএনপি দুই দশক পর ফের সরকার গঠন করতে যাচ্ছে। বেগম খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতে দলের নেতৃত্ব এখন তার ছেলে তারেক রহমানের কাঁধে। দলীয় প্রধান হিসেবে তিনিই হতে যাচ্ছেন নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী। অপরদিকে জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে ৬৮টি আসন। জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্যের অন্য শরিকরা পেয়েছে ৯টি আসন। এদিকে গণভোটের ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। গেজেটের তথ্য অনুযায়ী, গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট দিয়েছেন ৪ কোটি ৮২ লাখ ৬৬০ জন। অন্যদিকে 'না' ভোট দিয়েছেন ২ কোটি ২০ লাখ ৭১ হাজার ৭২৬? জন। গণভোটে বাতিল করা ব্যালট পেপারের সংখ্যাও বিপুল ৭৪ লাখ ২২ হাজার ৬৩৭টি।

সরকারকে জবাবদিহিতায় রেখে

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, সংসদে গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল অবস্থান নিয়ে সরকারকে জবাবদিহির মুখে রাখা এবং একই সঙ্গে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রাখাই হবে তাদের আগামী দিনের প্রধান লক্ষ্য। শনিবার এক ফেসবুক স্ট্যাটাসে জামায়াত আমির বলেন, 'আমরা সতর্ক, নীতিনিষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণ বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্ব পালন করব। সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করব এবং একই সঙ্গে জাতীয় অগ্রগতিতে গঠনমূলক ভূমিকা রাখব।' নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর ডা. শফিকুর রহমান বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের রায়কে সম্মান জানানোই নেতৃত্বের আসল পরীক্ষা। শুরু থেকেই একটি স্থিতিশীল ও কার্যকর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, তা এখনো অটুট রয়েছে। দলীয় স্বেচ্ছাসেবক ও সমর্থকদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বলেন, 'দীর্ঘ মাসজুড়ে যারা সময়, শ্রম ও সাহস দিয়ে কাজ করেছেন, এমনকি কেউ কেউ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে ভয়ভীতি ও হয়রানির মুখোমুখি হয়েছেন, তাদের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জানাই। আপনাদের সাহস আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে।' ফলাফল নিয়ে হতাশা থাকা স্বাভাবিক বলেও মন্তব্য করেন ডা. শফিকুর রহমান। তবে ৭৭টি আসন নিয়ে সংসদে শক্তিশালী বিরোধী অবস্থান তৈরি হওয়াকে তিনি ভবিষ্যতের ভিত্তি হিসেবে দেখছেন। তাঁর ভাষায়, এটি কোনো পশ্চাদপসরণ নয়, এটি আগামী দিনের প্রস্তুতি। ইতিহাসের উদাহরণ টেনে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, রাজনৈতিক ভাগ্য পরিবর্তনশীল। গণতান্ত্রিক রাজনীতি দীর্ঘ পথের যাত্রা, যেখানে আস্থা অর্জন, ক্ষমতার জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং দায়িত্বশীল প্রস্তুতি নেওয়াই মূল লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, তাঁদের আন্দোলন কোনো একক নির্বাচনকে ঘিরে নয়; বরং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি শক্তিশালী করা, নাগরিক অধিকার সুরক্ষা এবং জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে। শান্তিপূর্ণ ও নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির প্রতি তাঁদের অঙ্গীকার অটুট থাকবে বলেও তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশের নাগরিকদের বৃহদাংশ

দ্বিধাহীনভাবে জুলাই জাতীয় সনদের সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব সমূহের অনুকূলে তাদের রায় দিয়েছেন। এই রায় থেকে এটা স্পষ্ট, বাংলাদেশের নাগরিকদের বৃহদাংশ আর পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যেতে বা স্থিতাবস্থা রাখতে চান না। তারা চান পরিবর্তন, রাষ্ট্রব্যবস্থায় সংস্কার। শনিবার সকালে ফরেন সার্ভিস একাডেমির মিলনায়তনে এক বিফ্রিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত গণভোটে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার 'হ্যাঁ' ভোটে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী গণভোটে ভোট দিয়েছেন ৭ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ২৩ জন ভোটার; যা মোট ভোটের প্রায় ৬০.৮৪ শতাংশ। এর মধ্যে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ ৬৬০ জন 'হ্যাঁ' ভোট দিয়েছেন; যা কাস্ট হওয়া মোট ভোটের ৬৮.০৬ শতাংশ। 'না' ভোট দিয়েছেন ২ কোটি ২০ লাখ ৭১ হাজার ৭২৬ জন ভোটার; যা কাস্ট হওয়া ভোটের প্রায় ৩১ শতাংশ। লক্ষণীয় যে ভোটারদের ৬০ শতাংশেরও বেশি গণভোটে অংশ নিয়েছেন; তা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চেয়েও এক শতাংশ বেশি। তিনি আরও বলেন, প্রধান উপদেষ্টা গণভোটের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন একটি জাতীয় রূপান্তর কখনোই একক সিদ্ধান্ত বা একক শাসনের মাধ্যমে হবে না। জনগণই রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি, পরিবর্তনের চূড়ান্ত বৈধতা আসে জনগণের সম্মতি থেকেই। তাই দেশের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা নির্ধারণে জনগণকে সরাসরি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেওয়াই হলো গণতান্ত্রিক পথের মূল ভিত্তি। এই লক্ষ্যেই আমরা গণভোটের আয়োজন করেছি, যাতে দেশের ভবিষ্যৎ সংস্কারের দিশা নির্ধারণে জনগণ সরাসরি নিজেদের মত প্রকাশ করতে পারেন। জনগণ তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। সংস্কারের পক্ষে জনরায় এসেছে। গণভোটে দেওয়া জনগণের রায়কে কেবল সংখ্যার বিবেচনায় দেখলেই হবে না। জনগণের এই রায় হচ্ছে ২০২৪ সালের আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে যারা প্রাণ দিয়েছেন, যারা আহত হয়েছেন, যারা অকুত ভয়ে লড়াই করেছেন, তারা আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তার স্বীকৃতি। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমসহ আরও অনেক উপস্থিত ছিলেন।

তারেক রহমান, শফিকুর রহমান ও নাহিদ

নাহিদ ইসলামকে ফোনে অভিনন্দন, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) পৃথক টেলিফোন আলাপে তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। আলাপকালে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর পরিমিতিবোধ, সংযম ও দায়িত্বশীল আচরণের ফলে নির্বাচন ঘিরে সারাদেশে একটি উৎসবমুখর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। প্রথমে, তারেক রহমানের সঙ্গে আলাপ করেন এবং তার দলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজয়ের জন?্য অভিনন্দন জানান প্রধান উপদেষ্টা। পরে শফিকুর রহমান ও নাহিদ ইসলামকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাফল্যের জন?্য এবং নির্বাচন পরবর্তী দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদ জানান ড. ইউনূস। তিনি আশা প্রকাশ করেন, গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে ভবিষ্যতেও রাজনৈতিক দলগুলো একইভাবে সহযোগিতাপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। দেশের জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বানও জানান তিনি।

বরিশাল-ভোলা-ঝালকাঠিসহ

জামাল ও ঝালকাঠী-২ আসনে ইলেন ভুট্টো নির্বাচিত হয়েছেন। **ঝালকাঠি-১** আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী রফিকুল ইসলাম জামাল ৬২ হাজার ১০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। **ঝালকাঠি-২** আসনে ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী ইসরাত সুলতানা ইলেন ভূট্টো ১ লাখ ১৩ হাজার ১০০ ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। **ভোলা-১** আসনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) আন্দালিব রহমানের গরুর গাড়ি মার্কা ১ লাখ ৫ হাজার ৫৪৩ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। **ভোলা-২** আসনে বিএনপি প্রার্থী মো. হাফিজ ইব্রাহিম ১ লাখ ১৯ হাজার ৮৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। **ভোলা-৩** আসনে বিএনপি প্রার্থী হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম ১ লাখ ৪৫ হাজার ৯৯০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। **ভোলা-৪** আসনে বিএনপি প্রার্থী মো. নুরুল ইসলাম ১ লাখ ৮৯ হাজার ৩৫১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, রাঙামাটি, বগুড়া, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাও, লালমনিরহাট, নাটোর, জামালপুর, নেত্রকোনা, মাগুরা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নরসিংদি, রাজবাড়ি, গোপালগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, ফেনী, লক্ষীপুর ও কক্সবাজারের সব আসনে বিজয় লাভ করেছে বিএনপি।

বরিশাল বিভাগে সর্বোচ্চ ভোটের

মেধা, শৃঙ্খলা এবং নেতৃত্বের গুণাবলির জন্য পরিচিত ছিলেন। শিক্ষা জীবনে অর্জিত মূল্যবোধ তার রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল-এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সততা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে। সংগঠন পরিচালনায় তার দূরদর্শিতা, কর্মীদের প্রতি আন্তরিকতা এবং নীতিনিষ্ঠ অবস্থান তাঁকে দলের ভেতরে ও বাইরে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। শিক্ষাজীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ও কর্মজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নুরুল ইসলাম নয়ন সততা, উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা এবং এলাকার সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা তাঁকে জনগণের আস্থাভাজন নেতায় পরিণত করেছে। বরিশাল বিভাগে সর্বোচ্চ এবং জাতীয় পর্যায়ে চতুর্থ সর্বোচ্চ ভোটের ব্যবধানে তার জয় প্রমাণ করে যে জনগণ উন্নয়নমুখী, সৎ ও জনবান্ধব নেতৃত্বকে মূল্যায়ন করে। এই বিজয় চরফ্যাশন তথা সমগ্র অঞ্চলের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। মো: নুরুল ইসলাম নয়নের এই অর্জন কেবল একটি নির্বাচনী জয় নয় এটি সততা, অধ্যবসায় এবং জনকল্যাণমুখী রাজনীতির স্বীকৃতি। তাঁর নেতৃত্বে চরফ্যাশন ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হবে এমনটাই প্রত্যাশা স্থানীয় জনগণের। এই জেলার আরেক আসন ভোলা-৩ আসনে বিএনপির মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদও বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছেন। ধানের শীষ প্রতীকে তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৪৫ হাজার ৯৯০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্ট পার্টির নিজামুল হক ফুলকপি প্রতীকে পেয়েছেন ৫৭ হাজার ৩৫১ ভোট। ব্যবধান ৮৮ হাজার ৬৩৯ ভোট।

ভোটারদের কর্মস্থলে ফেরাতে

হচ্ছে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, 'রয়েল ক্রুজ-২' নামের লঞ্চটি রোববার বিকেল ৪টায় চরকাজল লঞ্চঘাট থেকে যাত্রা শুরু করবে। লঞ্চটি চরশিবা, আউলিয়াপুর, দশমিনা ও বাশবাড়িয়া ঘাট হয়ে চাঁদপুর অতিক্রম করে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করবে। নির্বাচন শেষে বাড়ি ফেরা ভোটারদের অনেকে পুনরায় কর্মস্থলে ফিরতে ভোগান্তির মুখে পড়েন। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এ বিষয়ে নুরুল হক নুর বলেন, গলাচিপা-দশমিনার মানুষ আমাকে যে ভালোবাসা ও সমর্থন দিয়েছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা থেকে এ উদ্যোগ। ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় কর্মরত ভোটার ভাই-বোনেরা যেন নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে কর্মস্থলে ফিরতে পারেন, সেটি আমাদের মূল লক্ষ্য। আগামীতেও মানুষের প্রয়োজনে এ ধরনের জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

বরিশালের জেলায় জামানত

সরদার। তিনি পেয়েছেন ৬ হাজার ৮৪৬ ভোট। বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া) আসনে মোট প্রদত্ত ভোট ছিল ২ লাখ ৩০ হাজার ৭৭৫টি। এ আসনে জামানত হারিয়েছেন ৬ জন প্রার্থী। তারা হলেন- জাতীয় পার্টির (জেপি) প্রার্থী আবদুল হক পেয়েছেন ২ হাজার ৩২৯ ভোট, জাতীয় পার্টির এম এ জলিল ১ হাজার ১৯৯ ভোট, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মোহাম্মাদ নেছার উদ্দিন ৬ হাজার ২১ ভোট, জাসদের মো. আবুল কালাম আজাদ ১৩৫ ভোট, গণঅধিকার পরিষদের রঞ্জিত কুমার বাড়ৈ ৭০০ ভোট এবং এনপিপির সাহেব আলী ১৮৫ ভোট। বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনে মোট প্রদত্ত ভোট ছিল ১ লাখ ৭৭ হাজার ৭১৬। জামানত হারিয়েছেন ৪ জন। তারা হলেন- স্বতন্ত্র প্রার্থী ইয়ামিন এইচ এম ফারদিন ৮৬০ ভোট, জাতীয় পার্টির সাবেক এমপি গোলাম কিবরিয়া টিপু ১৪ হাজার ১৮৪ ভোট, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম ১৬ হাজার ৩২৫ ভোট এবং আজমুল হাসান জিহাদ ২১৪ ভোট। বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ) আসনে মোট প্রদত্ত ভোট ছিল ২ লাখ ৪৫ হাজার ৪টি। এ আসনে জামানত হারিয়েছেন ২ জন। তারা হলেন- মুক্তিজোটের আব্দুল জলিল ৪১৩ ভোট এবং জাসদের আব্দুস সালাম খোকন ৩৩৪ ভোট। বরিশাল-৫ (মহানগর-সদর) আসনে মোট প্রদত্ত ভোট ছিল ২ লাখ ৬২ হাজার ৪৭০। এখানে জামানত হারিয়েছেন ৩ জন। তারা হলেন- জাতীয় পার্টির আখতার রহমান ৯০৯ ভোট, এনপিপির আব্দুল হান্নান সিকদার ৪৯৪ ভোট এবং বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের (মার্কসবাদী) প্রার্থী ৩০০ ভোট। বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনে মোট প্রদত্ত ভোট ছিল ১ লাখ ৭১ হাজার ১৩৮। জামানত হারিয়েছেন ৩ জন। তারা হলেন- বাংলাদেশ মুসলিম লীগের আব্দুল কুদ্দুস ২৪৪ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থী কামরুল ইসলাম খান ৩৬৬ ভোট এবং গণঅধিকার পরিষদের মো. সালাউদ্দিন মিয়া ১৩৯ ভোট। বরিশাল জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক খায়রুল আলম বলেন, নির্বাচনি বিধি অনুযায়ী, মোট প্রদত্ত ভোটের অন্তত আট ভাগের এক ভাগ ভোট না পেলে প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। সেই হিসেবে তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

বরিশালে ফুলের দোকানে

ফুলের পরসা সাজিয়ে বসেছেন। বেচা বিক্রিও জমেছে। তবে এবছরও ফুলের দাম চড়া বলছেন ক্রেতা বিক্রেতারা। ফুল কিনতে আসা আফরোজা বলেন, ভালোবাসা শুধু যে প্রমিক প্রেমিকা তা নয়, ভালোবাসা মা-বাবাসহ পরিবারের সকলের জন্য। বাবার কাছ থেকে ফুল পেয়ে নিজের কাছে খুব আনন্দ লাগছে। সোনিয়া নামে আরেক জন বলেন, আজ যেমন বসন্ত তেমনি ভালোবাসা দিবস। আজকের দিনটি প্রিয়জনকে নিয়ে সুন্দর একটি সময় কাটাতে চাই। পাশাপাশি সকলের প্রতি ভালোবাসা থাকবে সব সময়ই। গাজী ফুল ঘরের ব্যাবসায়ী মুজাহার গাজী বলেন, এবছরের শুরু থেকেই বিভিন্ন দিবসে ফুল বেচা কেনা বেড়েছে। বসন্ত আর ভালোবাসা দিবসে নানান ফুল সরবরাহ করা হয়েছে। তবে দাম আগের তুলনায় বেশি হলেও বেচা কেনা ভালো। জেমি কর্নার ফুলের দোকান ব্যাবসায়ী তাওসিফ রহমান বলেন, ফুলের দাম বেড়েছে। যেহেতু নির্বাচনের সময় বেশ কয়েকদিন গাড়ি আসেনি। এগুলো আগে নিয়ে আসতে যাতায়াত খরচ বেশি হওয়ায় দাম কিছুটা বেশি। ভালোবাসা দিবসকে কেন্দ্র করে বেড়েছে গোলাপ ফুলের কেনাবেচা। পাইকারি বাজার থেকে ফুল ক্রয় করে নিয়ে এসেছেন খুচরো ফুল বিক্রেতারা। এসব ফুলের মধ্যে রয়েছে গোলাপ, গাঁদা, রজনীগন্ধা, গ্লাডিওলাস, জারবেরা, রথস্টিক, জিপসি, গ্যালেনডোলা, চন্দ্রমল্লিকা, বোথাম, সূর্যমুখী ইত্যাদি। বরিশালের ফুলের দোকানগুলোতে বর্তমানে ভালো মানের গোলাপ ফুল এখন ৬০ থেকে ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এ ছাড়া রজনীগন্ধার স্টিক মানভেদে ৫০ টাকা, প্রতিটি গাঁদার মালা ১২০ টাকা, জারবেরা ফুল ৫০ টাকা, অর্কিড স্টিক ৮০ টাকা, সূর্যমুখী ফুল প্রতিটি ২০০ টাকা, গ্লাডিওলাস রংভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে। ফুল কিনতে আসা ক্রেতারা বলছেন, ভালোবাসা দিবসটি তারা প্রিয়জনের সাথে কাটাতে চান। পাশাপাশি বসন্তকে উপভোগ করতে চান। আর বেচাবিক্রি ভালো হওয়ায় সন্তুষ্ট বিক্রেতারা বলছেন এই দিবসগুলোর পাশাপাশি নির্বাচন শেষ হওয়ায় তাদের ফুলের কদর বেড়েছে।

ডা. শফিকুর রহমান ও নাহিদের

অংশ নিয়ে ঢাকা ও বগুড়া থেকে দুটি আসনে জয়ী হয়েছেন। এর আগে ২০০১ সালে চারদলীয় জোটের অধীনে নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছিল বিএনপি। ওই নির্বাচনে বিএনপি একাই পেয়েছিল ১৯৩টি আসন। আর জোটের শরিকসহ তাদের মোট আসন ছিল ২১৬। তখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন বিএনপির প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া।

বরিশাল থেকে মন্ত্রিসভায়

বা সদর আসনে এ নিয়ে সর্বোচ্চ পাঁচবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ইতঃপূর্বে বরিশাল সিটির প্রথম মেয়র ছিলেন সরোয়ার। তিনি বরিশাল জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং জাতীয় সংসদের হুইপ ছিলেন। কিন্তু পূর্বে চারবার সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও পূর্ণ মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পাননি তিনি। এর আগে বরিশাল জেলা থেকেই মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন আব্দুর রহমান বিশ্বাস, অধ্যক্ষ ইউনুস খান এবং বেগম সেলিমা রহমান। তাই দীর্ঘ ১৭ বছর পর তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদে বরিশাল জেলা থেকে মজিবর রহমান সরোয়ারের নামটি থাকতে পারে বলে মনে করেন নেতাকর্মীরা। এছাড়া বরিশাল-১ আসনে তিন বারের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন। বিশাল ভোটের ব্যবধানে তিনি জামায়াতের প্রার্থীকে হারিয়ে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছেন। জ্যেষ্ঠতার কারণে তিনিও মন্ত্রী পরিষদে ডাক পেতে পারেন বলে মনে করছেন অনেকে। অপরদিকে বরিশাল-৩ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য জয়নুল আবেদিনও আছেন আলোচনায়। তবে মন্ত্রীপরিষদ নয়, তাকে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার করা হতে পারে বলে গুঞ্জন রয়েছে বরিশালের সর্বত্র। বিএনপির বাইরে বরিশাল বিভাগের দুটি আসনে জোটের প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন বিজেপির চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ এবং গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। ভোট গ্রহণের আগেই নুরুল হক নুরু নিজের নির্বাচনি এলাকায় ঘোষণা দিয়েছেন- তারেক রহমান তাকে মন্ত্রী বানাবে। সেই ঘোষণা বাস্তবে রূপ নিবে বলছেন এলাকার ভোটাররা। তাছাড়া জোটের স্বার্থে মন্ত্রী পরিষদে ডাক আসতে পারে ভোলার সংসদ সদস্য ও মেধাবী রাজনৈতিক আন্দালিব রহমান পার্থর। একই জেলা আলোচনায় আছেন হাফিজ উদ্দিন আহমেদ- বীর বিক্রম। ২০০৬ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি বাণিজ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। সেই হিসেবে মন্ত্রিপরিষদে তার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অভিজ্ঞতা এবং জ্যেষ্ঠতার দিক থেকে মন্ত্রী পরিষদে থাকতে পারে তার নামটিও। অপরদিকে পটুয়াখালী-১ আসনের সংসদ সদস্য, এয়ার ভাইস মার্শাল (অব) আলতাফ হোসেন চৌধুরীও আছেন আলোচনায়। ইতঃপূর্বে বিএনপি সরকারের আমলে অর্থাৎ ২০০১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তিনি। এছাড়া ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিপরিষদের বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন আলতাফ হোসেন চৌধুরী। পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীপরিষদেও তার ডাক আসতে পারে বলে স্থানীয়ভাবে চলোচনা রয়েছে। তাছাড়া আলোচনায় রয়েছেন- বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান। সর্বজ্যেষ্ঠ এই নেত্রী সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলেও তাকে টেকনোক্রেট মন্ত্রী করা হতে পারে বলে জনশ্রুতি রয়েছে। অপরদিকে আলোচনায় আছেন বরগুনা-২ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম মনিও। এ নিয়ে চার বারের সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম মনি দলের দুঃসময়ে নেতাকর্মীদের পাশে ছিলেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন বলেন, বিএনপি যখনই সরকার গঠন করেছে তখনকার মন্ত্রিপরিষদে বরিশাল থেকে মন্ত্রীত্ব পেয়েছে। আমরা আশা করছি এবার তারেক রহমানের মন্ত্রীপরিষদেও বরিশালের সুযোগ থাকবে। এমনকি ভালো মন্ত্রণালয় পাবে বলে আমরা আশাকরি।

এ বিজয় গণতন্ত্রের, এ বিজয়

দশকেরও বেশি সময় পর দেশে পুনরায় জনগণের সরাসরি ভোটে জবাবদিহিমূলক সংসদ ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আর কোনো অপশক্তি যাতে দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করতে না পারে সেজন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং থাকবো। জামায়াত ইসলাম, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জমিয়তে ইসলাম, গণঅধিকার পরিষদসহ ৫১টি রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। প্রতিটা রাজনৈতিক দলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং রাজীনীততে রাজনৈতিক দলগুলো মূলত গণতন্ত্রের বাতিঘর। সরকার এবং বিরোধীদল যে যার অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে দেশে অবশ্যই গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, দেশ গঠনে প্রতিটা গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান, দেশ গঠনে আপনাদের চিন্তা-ভাবনা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পথ ও মত ভিন্ন থাকতে পারে, কিন্তু দেশের স্বার্থে আমরা সবাই এক। আমি বিশ্বাস করি, জাতীয় ঐক্য আমাদের শক্তি, বিভাজন আমাদের দুর্বলতা। জনমনে সৃষ্ট সব সংশয় কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশে শান্তিপূর্ণভাবে একটি অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বিএনপি চেয়ারম্যান। এ জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, জনগণের প্রত্যাশিত এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য গণতন্ত্রের ইতিহাসে আপনাদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারেক রহমান বলেন, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিচারিক কর্মকর্তা, জনপ্রশাসন, সশস্ত্রবাহিনী এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা ও সদস্য এবং রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আন্তরিকতা এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা ছাড়া অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব হতো না। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই নির্বাচনে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম এবং পর্যবেক্ষকদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, আপনাদের প্রতিও রইলো অকৃত্রিম শুভেচ্ছা। তিনি বলেন, ৭১-এর স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধ থেকে ২০২৪ সালে দেশ এবং জনগণের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ… এই দীর্ঘ সময়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন, হতাহত হয়েছেন, যাদের রক্ত মাড়িয়ে, কষ্টের সিঁড়ি বেয়ে আজকের এই গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ, সেই সব বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মী সমর্থক ছাড়াও দেশের গণতন্ত্রকামি জনগণের সামনে আজকের এই সময়টি ভীষণ আনন্দের বলে উল্লেখ করেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, এমন এক আনন্দঘন পরিবেশে আপসহীন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতি আমাদেরকে ভারাক্রান্ত করে। রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার এমন একটি গণতান্ত্রিক সময়ের প্রত্যাশায় তিনি ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়েছিলেন। বিএনপির চেয়ারম্যান আরও বলেন, আমার বক্তব্য স্পষ্ট, যেকোনো মূল্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। কোনো রকমের অন্যায় কিংবা বেআইনি কর্মকাণ্ড বরদাশত করা হবেনা। দলমত ধর্ম বর্ণ কিংবা ভিন্নমত যাই হোক, কোনো অজুহাতেই দুর্বলের উপর সবলের আক্রমণ মেনে নেওয়া হ বেনা। ন্যায়পরায়ণতাই হবে আদর্শ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে আমাদের সব প্রচেষ্টা বৃথা যেতে বাধ্য। নির্বাচনে একে অপরের বিরুদ্ধে কিংবা একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে নির্বাচনের মাঠে হয়তো কোথাও কোথাও নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে বলে মন্তব্য করে বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, তবে এ ধরনের বিরোধ যেন প্রতিশোধ প্রতিহিংসায় রূপ না নেয়, সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই। দেশে গণতন্ত্রকামী জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, আসুন যেভাবে আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ভূমিকা রেখেছিলাম একইভাবে এবার দুর্নীতি এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং জনগণের প্রতি জবাবদিহিতার মাধ্যমে আমরা একটি নিরাপদ মানবিক বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য যে যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখি। দলের ঘোষিত ৩১ দফা ও নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে ঐকমত্য হওয়া জুলাই সনদ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, আমার বক্তব্য স্পষ্ট, যেকোনো মূল্যে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখতে হবে। কোনো ধরনের অন্যায় বরদাশত করা হবে না। তারেক রহমান বলেন, দল-মত, ধর্ম-বর্ণ কিংবা ভিন্নমত যাই হোক, কোনো অজুহাতেই দুর্বলের ওপর সবলের আক্রমণ মেনে নেওয়া হবে না। ন্যায়পরায়ণতাই হবে আদর্শ। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা না গেলে আমাদের সব প্রচেষ্টা বৃথা যেতে বাধ্য। তারেক রহমান বলেন, নির্বাচনে একে অপরের বিরুদ্ধে কিংবা একদল আরেক দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে ভোটের মাঠে হয়তো কোথাও কোথাও নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে। তবে এ ধরনের বিরোধ যেন প্রতিশোধ প্রতিহিংসায় রূপ না নেয় সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই। ঠিকানার প্রধান সম্পাদক খালেদ মুহিউদ্দীনের এক প্রশ্নের জবাবে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন, জনগণকে কনভেন্স করাই হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং। জনগণকে কনভেন্স করাটাই আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ছিল। এটাতে আমরা সফল। তিনি বলেন, আইন সবার জন্য সমান। আমরা সরকার পরিচালনা দায়িত্বে আসলে আইন যাতে আইনের মতো চলে, সেটাই আমরা চাইবো। সবাই সবার মতো করে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবেন। কোনো একটা বিশেষ মহলকে সুযোগ দিতে চাই না।

ইসলামী দলগুলোর অনৈক্যে বরিশাল

বিএনপি সমর্থিত দলের প্রার্থীরা। দুটি আসনে জিতেছে জামায়াতে ইসলামী এবং একটিতে ইসলামী আন্দোলন। অথচ নির্বাচনের আগে জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনসহ ১১ দল মিলে যে ঐক্য হয়েছিল তা টিকে থাকলে আমূল বদলে যেত ফলাফলের এই পরিসংখ্যান। সেক্ষেত্রে শুধু বরিশাল বিভাগেই এই দুদলের ঘরে যেত কম করে হলেও ৮-১০টি আসন। আরও অন্তত ৬টি আসনে ধানের শীষের সঙ্গে তাদের জয়-পরাজয়ের ব্যবধান থাকত মাত্র ৩ থেকে ৫ হাজার ভোট। বরিশাল-৩ (বাবুগঞ্জ-মুলাদী) আসনে জয়ী হওয়া বিএনপির প্রার্থী অ্যাড. জয়নাল আবেদিন এবার জিতেছেন ৭৮ হাজার ১৩১ ভোটে। এই আসনে জামায়াত জোটের প্রার্থী এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ ৫৭ হাজার ১৪৯ ভোট পেয়ে হয়েছেন দ্বিতীয়। এখানে তৃতীয় অবস্থানে থাকা ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম পেয়েছেন ২১ হাজার ৭২৪ ভোট। ঐক্য থাকলে এখানে এই দুই প্রার্থীর মিলিত ভোটের সংখ্যা হতো ৭৮ হাজার ৮৭৩। সেক্ষেত্রে পরাজিত হতো বিএনপির প্রার্থী। নির্বাচনি ঐক্য ভাঙার এই খেসারত জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনকে দিতে হয়েছে বরিশালের আরও কয়েকটি আসনে। বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রার্থী আবুল হোসেন খান নির্বাচিত হয়েছেন ৮১ হাজার ৮৭ ভোট পেয়ে। এখানে জামায়াত ও ইসলামী আন্দোলনের দুই প্রার্থীর মিলিত ভোটের সংখ্যা ৮৩ হাজার ৬২৮। জোট থাকলে এখানেও হারত বিএনপি। একইভাবে বরগুনা-২ (বামনা-পাথরঘাটা-বেতাগী) আসনে হাতপাখা ও দাঁড়িপাল্লার মিলিত ভোটের সংখ্যা যেখানে ১ লাখ ১ হাজার ৭১০, সেখানে বিএনপির নুরুল ইসলাম মনি জিতেছেন ৯০ হাজার ৬৪৩ ভোটে। পিরোজপুর-৩ (মঠবাড়িয়া) আসনটি এনসিপির ড. শামিম হামিদিকে ছেড়ে দেয় জামায়াতে ইসলামী। এখানে শাপলা কলি প্রতীকে হামিদি এবং হাতপাখার প্রার্থী সাবেক এমপি রুস্তম আলী ফরাজী মিলে ভোট পান ৭১ হাজার ৮৭৯। আর বিএনপির প্রার্থী রুহুল আমিন দুলাল জিতেছেন ৬৩ হাজার ৭৯১ ভোটে। বরিশাল-৫ (সদর) আসনে ১ লাখ ৩৫ হাজার ৬ ভোট পেয়ে জিতেছেন বিএনপির মজিবর রহমান সরোয়ার। এখানে ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী দলের নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম পেয়েছেন ৯৫ হাজার ৮ ভোট। চরমোনাই পীর তথা ইসলামী আন্দোলনের আমিরের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই আসনে প্রার্থী দেয়নি জামায়াত। একই সঙ্গে দাঁড়িপাল্লার কোনো ভোটার ভোট দেননি হাতপাখায়। নির্বাচনি ঐক্য ভাঙার পর থেকেই জামায়াতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে আসছিল ইসলামী আন্দোলন। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে জামায়াতের বিরুদ্ধে নেতিবাচক বক্তব্য দেন চরমোনাই পীর। ধারাবাহিক এই বিষোদগারের কারণেই হাতপাখাকে ভোট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন দলটির ভোটাররা। নির্বাচনের আগে এ বিষয়ে জানতে চাইলে হাতপাখায় ভোট দেওয়ার দলীয় কোনো সিদ্ধান্ত নেই বলেও জানান জামায়াত নেতারা। ফলে নিজেদের শক্তিতেই লড়তে হয় ইসলামী আন্দোলনকে। অথচ জামায়াতের ভোট যোগ হলে এখানে জয় পাওয়া হয়তো খুব একটা কঠিন হতো না হাতপাখার প্রার্থীর জন্য। এভাবে নিশ্চিত জয় হারিয়ে ফেলাই শুধু নয়, জামায়াত-চরমোনাই ঐক্য ভেঙে যাওয়ায় বরিশালের বহু আসনে বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের পরাজয়ের ব্যবধানও বেড়েছে। অথচ ভোটের হিসাবে দাঁড়িপাল্লা আর হাতপাখার ভোট যোগ হলে সেই ব্যবধান কমে যাওয়া শুধু নয়, পরিষ্কার হয়ে উঠত হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের বিষয়টি। পিরোজপুর-২ (ভান্ডারিয়া-কাউখালী-নেসারাবাদ) আসনে বিএনপির আহম্মেদ সোহেল মঞ্জুর সুমন জিতেছেন ১ লাখ ৫ হাজার ১৮৫ ভোটে। এখানে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মরহুম মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ছেলে জামায়াতের শামিম সাঈদী পেয়েছেন ৯৬ হাজার ৮৯৭ ভোট। এই আসনে হাতপাখার প্রার্থী আবুল কালাম আজাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৬ হাজার ৬৯৭। এই দুজনের ভোট যোগ করলে দাঁড়ায় ১ লাখ ৩ হাজার ৫৯৪। সেক্ষেত্রে বিএনপির সঙ্গে তাদের পরাজয়ের ব্যবধান হতো মাত্র এক-দেড় হাজার ভোট। পিরোজপুর-২ আসনের মতো এ রকম আরও অন্তত ৫টি আসন রয়েছে বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলায়। যেসব আসনে হাতপাখা আর দাঁড়িপাল্লার ভোট যোগ হলে সম্মানজনক জয়ের জায়গায় বিএনপির বিজয়ী প্রার্থীদের জন্য শিরোনাম হতো কোনোরকমে জয়। দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় বরিশাল অঞ্চলে বেশ শক্তিশালী চরমোনাই পীররের দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। কেননা বরিশালের চরমোনাই ইউনিয়ন থেকে দলটির জন্ম। দলের প্রতিষ্ঠাতা চরমোনাইয়ের মরহুম পীর সাহেবের দরবারও এখানে। ফলে এখানকার প্রায় প্রতিটি নির্বাচনি এলাকাতেই শক্তিশালী সাংগঠনিক ভিত আর জনসমর্থন রয়েছে ইসলামী আন্দোলনের। বরিশাল অঞ্চলের ২১ নির্বাচনি এলাকায় জামায়াতের যে ফল বিপর্যয়, তারও প্রধান কারণ এই ইসলামী আন্দোলন। রাজনৈতিক সচেতন মহলের মতে, শেষ পর্যন্ত নির্বাচনি ঐক্য টিকে থাকলে এ অঞ্চলে ভালো ফলাফল করত জামায়াত-চরমোনাই ঐক্য। নির্বাচনি ফলাফলের বিশ্লেষণ অনুযায়ী এখানে কম করে হলেও ৮-১০টি আসন পেত তারা। কিন্তু ঐক্য ভেঙে যাওয়ায় একদিকে যেমন আসন হারিয়েছে জামায়াত, তেমনি মাত্র একটি আসনে জয়ী হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনকে। দুই আসনেই হেরেছেন মুফতি ফয়জুল : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-৫ (সদর) ও ৬ (বাকেরগঞ্জ) দুটি আসনেই ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীদের কাছে পরাজিত হয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম চরমোনাই পীর। একই সঙ্গে বরিশালের ৬টি আসনেই দাপুটে জয় পেয়েছে বিএনপি। ফয়জুল করীম এ নির্বাচনে হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী হিসাবে লড়েছেন। নির্বাচন কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, বরিশাল-৫ আসনে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও ধানের শীষের প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ার। তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৩১ হাজার ৪৩১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী ফয়জুল করীম পেয়েছেন ৯৩ হাজার ৫২৮ ভোট। বরিশাল-৬ আসনেও ধানের শীষের প্রার্থীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারেননি ফয়জুল করীম। এ আসনের মোট ১১৩টি কেন্দ্রের প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, ধানের শীষের প্রার্থী বরিশাল জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবুল হোসেন খান পেয়েছেন ৮২ হাজার ২১৭ ভোট। ফয়জুল করীম পেয়েছেন ২৯ হাজার ১৪৬ ভোট।

বাকেরগঞ্জে যাত্রীবাহী বাস

দেয়। পথে বাসটি বিপরীত দিক থেকে মিজান পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের সামনে পড়ে। তবে মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে চালক বাসটি রাস্তার পাশে নামিয়ে দেয়। এতে বাসটি ডোবায় পড়ে উল্টে যায়। তিনি বলেন, যাত্রীরা কেউ গুরুতর আহত হয়নি। তবে বাসের নিচে চাপা পড়ে চালকের সহকারী জিহাদ মারা যান। বেলা ৩টার দিকে ডোবা থেকে বাসটি উদ্ধার করা হয়। এ সময় জাহিদের লাশও উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাসটি লেবুখালী মহাসড়ক পুলিশ ক্যাম্পের কাছে হস্তান্তর করা হয় বলে জানান এসআই নাজমুল মোল্লা। লেবুখালী মহাসড়ক পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক সাইদুল ইসলাম বলেন, বাসটি জব্দ করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে।

পটুয়াখালীর চারটি আসনে

বৈধ ভোটের অন্তত এক-অষ্টমাংশ (১২.৫%) ভোট পেতে ব্যর্থ হলে প্রার্থীর জামানত বাবদ জমা দেয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত হয়। সেই নিয়মানুযায়ী পটুয়াখালীর চারটি আসনেই ছোট দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনেকেই তাদের জামানত হারিয়েছেন। পটুয়াখালী-১ (সদর-মির্জাগঞ্জ-দুমকি) আসনে মোট বৈধ ভোট পড়েছে ২ লাখ ৫৯ হাজার ২৯৪টি। জামানত রক্ষা করতে প্রয়োজন ছিল অন্তত ৩২ হাজার ৪১২ ভোট। কিন্তু জাতীয় পার্টির প্রার্থী আ. মন্নান হাওলাদার পেয়েছেন মাত্র ১ হাজার ৫৫ ভোট। জাসদ (গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট) মনোনীত গৌতম চন্দ্র শীল পেয়েছেন ১ হাজার ৩৩৪ ভোট এবং গণঅধিকার পরিষদের শহিদুল ইসলাম ফাহিম পেয়েছেন ৩৪৭ ভোট। প্রয়োজনীয় ভোটের ধারেকাছেও যেতে না পারায় এ তিন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে মোট বৈধ ভোট ছিল ১ লাখ ৮৮ হাজার ৬০৭টি। জামানত অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজন ছিল প্রায় ২৩ হাজার ৫৭৬ ভোট। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মুফতি আব্দুল মালেক আনোয়ারী পেয়েছেন ১৪ হাজার ৪১৪ ভোট, এবি পার্টির মো. রুহুল আমিন পেয়েছেন ৪১০ ভোট এবং গণঅধিকার পরিষদের হাবিবুর রহমান পেয়েছেন ৩৫৩ ভোট। তিনজনই নির্ধারিত ভোট সংখ্যা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত। পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৩৭ হাজার ৯৬১টি। জামানত টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন ছিল প্রায় ২৯ হাজার ৭৪৬ ভোট। স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এম ফজলুল হক পেয়েছেন ৯৭৮ ভোট এবং জামায়াতে ইসলামী মনোনীত মুহাম্মদ শাহআলম পেয়েছেন ১৬ হাজার ২৫৫ ভোট। নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে না পারায় তাদের জামানতও বাজেয়াপ্ত হয়েছে। পটুয়াখালী-৪ (কলাপাড়া-রাঙ্গাবালী) আসনে মোট বৈধ ভোট ছিল ২ লাখ ৯ হাজার ৩২৭টি। জামানত রক্ষায় প্রয়োজন ছিল প্রায় ২৬ হাজার ১৬৬ ভোট। খেলাফত মজলিসের ডা. জহির উদ্দিন আহমেদ পেয়েছেন ১৪ হাজার ৯৮৫ ভোট এবং গণঅধিকার পরিষদের মো. রবিউল হাসান পেয়েছেন ২০২ ভোট। প্রয়োজনীয় ভোট না পাওয়ায় তাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। জেলার চারটি আসনের মধ্যে দুটিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সমর্থিত প্রার্থী, একটিতে গণঅধিকার পরিষদ সমর্থিত প্রার্থী এবং একটিতে জামায়াত সমর্থিত প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। ফলাফলে দেখা যায়, বিজয়ী ও পরাজিত প্রার্থীদের মধ্যে ভোটের ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রে ছিল উল্লেখযোগ্য। বিশ্লেষকদের মতে, এবারের নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমিত কয়েকটি দলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ছোট দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনেকেই মাঠে সক্রিয় প্রচারণা চালালেও ভোটের হিসাবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। ফলে অর্ধেক প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে নির্বাচনি প্রতিযোগিতার বাস্তব চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সংবিধান ও কার্যপ্রণালীর ধূম্রজাল

সংবিধান : সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদে 'পদের শপথ' সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১৪৮ (১) অনুযায়ী তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোনো পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভার গ্রহণের পূর্বে উক্ত তফসিল অনুযায়ী শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং অনুরূপ শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন। একই অনুচ্ছেদের (২) এ বলা হয়েছে, 'এই সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নিকট শপথ গ্রহণ আবশ্যক হইলে ২[* * *] অনুরূপ ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ ব্যক্তির নিকট সেইরূপ স্থানে শপথ গ্রহণ করা যাইবে। ৩[২(ক) ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন অনুষ্ঠিত সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে এই সংবিধানের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা তদুদ্দেশ্যে অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো ব্যক্তি যে কোনো কারণে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ পরিচালনা করিতে ব্যর্থ হইলে বা না করিলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার উহার পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে উক্ত শপথ পাঠ পরিচালনা করিবেন, যেন এই সংবিধানের অধীন তিনিই ইহার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি।] ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমপিদের এখন শপথ গ্রহণ আবশ্যক। কে শপথ পড়াবেন এটি সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদের শেষোক্ত উপ-অনুচ্ছেদের শেষাংশে বিবৃত রয়েছে। জাতীয় সংসদ সচিবালয় সূত্র জানায়, প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসারে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে দিয়ে শপথ পাঠ করানোর প্রস্তুতি চলছে। সংবিধান অনুযায়ী সংসদে পরবর্তী স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পূর্বতন সংসদের স্পিকার পদে বহাল থাকবেন। তিনিই শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে না। কারণ, দ্বাদশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ২০২৪ সালের ২ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করেছেন। তবে স্বপদে বহাল রয়েছেন দ্বাদশ সংসদের ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু। ডেপুটি স্পিকারের পদ এখনো শূন্য হয়নি। তবে তিনি একাধিক ফৌজদারি মামলায় কারাগারে রয়েছেন। এ বাস্তবতায় তাকে দিয়েও শপথ পড়ানো সম্ভব নয়। এ পরিস্থিতিতে সংবিধানে বলা হয়েছে, সংবিধানের অধীন ব্যক্তি (অর্থাৎ ডেপুটি স্পিকার) 'যে কোনো কারণে' নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ পরিচালনা করিতে ব্যর্থ হইলে বা না করিলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার উহার পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে উক্ত শপথ পাঠ পরিচালনা করিবেন। সংবিধানের এই সুস্পষ্ট বিধান উপেক্ষা করে সংসদ কার্যপ্রণালী-বিধির আলোকে গত ৫ ফেব্রুয়ারি উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'রাষ্ট্রপতি মনোনীত ব্যক্তি' এমপিদের শপথ পড়াবেন-মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়। আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলও বলেছেন, 'রাষ্ট্রপতি মনোনীত ব্যক্তি'র কথা। তার মতে, বিগত সংসদের স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ করানোর সুযোগ নেই। কারণ, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের একজন নিখোঁজ। আরেকজন জেলে আছেন। তাদের বিরুদ্ধে গুরুতর মামলা রয়েছে। এই অবস্থায় তাদের দ্বারা শপথের সুযোগ আছে বলে মনে করি না। আইনে আছে, স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার যদি শপথ পরিচালনা করতে না পারেন, তাহলে প্রধান উপদেষ্টার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতির মনোনীত ব্যক্তি শপথ পাঠ করাবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আসিফ নজরুল বলেন, বর্তমান প্রধান বিচারপতি রাজি থাকলে তিনিও শপথ পরিচালনা করতে পারেন। এ ছাড়া নির্বাচিতদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে শপথ না হলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারও (সিইসি) শপথ পরিচালনা করিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সংসদ সচিবালয় সূত্র জানায়, সরকারের পক্ষ থেকে যে আইনি মতামত এসেছে তাতে সংবিধান অনুসারে প্রধান বিচারপতি কিংবা রাষ্ট্রপতি মনোনীত কোনো ব্যক্তি দ্বারা এমপিদের শপথ পাঠ করানোর কোনো বিধান নেই। এটি রয়েছে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে। প্রাপ্ত আইনি মতামত অনুযায়ী, সংবিধান হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে যেখানে এই শপথ দানের বিষয়ে সুস্পষ্ট পথরেখা রয়েছে, সেখানে সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিকে কেন 'ভিত্তি' মনে করা হবে? আইনি মতামতে বলা হয়েছে, জাতীয় সংসদের কাস্টডিয়ান হিসেবে দ্বাদশ সংসদের ডেপুটি স্পিকারের পদ এখনো বহাল রয়েছে। কিন্তু তিনি একাধিক ফৌজদারি মামলায় কারাগারে রয়েছেন। এ কারণে তিনি শপথ দিতে পারবেন না। কারণ সংবিধানে বলা হয়েছে, 'যেকোনো কারণে' তিনি যদি শপথ পড়াতে না পারেন সে ক্ষেত্রে এমপিদের প্রজ্ঞাপন জারির দিন থেকে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ বাক্য পাঠ করাবেন। সংসদ সচিবালয় সূত্রটি আরো জানায়, ১৯৯১ সালে সংবিধানের এই বিধান অনুযায়ী এমপিদের শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুর রউফ। তৎকালীন স্পিকার শামসুল হুদা চৌধুরী এমপিদের শপথ পড়াননি। এ রকম সুস্পষ্ট সাংবিধানিক নির্দেশনা এবং দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও গত ৫ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত এবং আইন উপদেষ্টার বক্তব্যে এমপিদের শপথ নিয়ে বিভ্রান্তি এবং ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়। সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধিতে প্রেসিডেন্টের মনোনীত ব্যক্তি কিংবা প্রতিনিধি কর্তৃক এমপিদের শপথ পাঠ করানোর বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। সে হিসেবে এই 'মনোনীত প্রতিনিধি' হতে পারেন প্রধান বিচারপতি কিংবা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। সংবিধানে এমন কোনো সুযোগই নেই। তা সত্ত্বেও সংবাদমাধ্যম এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেসিডেন্টের মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে 'প্রধান বিচারপতি' কোথাও বা 'অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি' শপথ পড়াবেন-মর্মে সংবাদ পরিবেশন করা হয়। এসব সংবাদের প্রধান ভিত্তি ছিল গত ৫ ফেব্রুয়ারির মন্ত্রিপরিষদ সভার সিদ্ধান্ত এবং আইন উপদেষ্টার বক্তব্য। কিন্তু প্রাপ্ত আইনি মতামতে দূর হয় সেই বিভ্রান্তি। উল্লেখ্য, শুক্রবার রাত পৌনে ১১টায় নির্বাচন কমিশন গেজেট প্রকাশ করে। সংবিধান অনুযায়ী গেজেট প্রকাশের দিন থেকে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকার কর্তৃক এমপিদের শপথ পড়াতে হবে। অন্যথায় গেজেট প্রকাশের দিন থেকে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পড়াবেন। এ হিসেবে ১৩ ফেব্রুয়ারি গেজেট হয়েছে। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) তিন দিন পূর্ণ হচ্ছে। এ হিসেবে আগামী সোমবারের আগে সিইসি শপথ পড়াতে পারবেন না। একই হিসেবে রোববার এমপিদের শপথ হচ্ছে না-এমনটি মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলার

আগে শুক্রবার দুপুরে কাঁঠালিয়া উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জালালুর রহমান আকন অভিযুক্ত মিজানুর রহমান কালামকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেন। নোটিশে অভিযোগের বিষয়ে লিখিত জবাব চাওয়া হয়েছে। উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন নিজাম বলেন, আমাদের নব নির্বাচিত এমপি তাকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছি। তদন্ত করে সাংগঠনিক বিধি অনুযায়ী পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থাৎ উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক বহিষ্কারাদেশ জারি করা হয়নি বলে তিনি জানান। অভিযুক্ত মিজানুর রহমান কালাম বলেন, তিনি শুক্রবার দুপুরের পর কারণ দর্শানোর নোটিশ পেয়েছেন এবং জবাব দেওয়ার জন্য এক দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে শুক্রবার রাতেই তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে শুনেছেন। এখন পর্যন্ত তিনি কোনো লিখিত বহিষ্কারপত্র পাননি। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনের পর কোনো ধরনের সহিংসতা, হামলা বা দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা রয়েছে।

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসেও ফাঁকা

স্থবিরতা। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে পর্যটন শিল্পে। পর্যটক না থাকায় হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরিবহন ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পড়েছেন চরম আর্থিক সংকটে। অনেক হোটেলে কক্ষ খালি পড়ে রয়েছে, নেই আগের মতো অগ্রিম সংরক্ষণের চাপ। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, ভালোবাসা দিবস ও বসন্ত উপলক্ষে প্রতিবছরই আগাম বুকিং থাকে। কিন্তু এবার সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ফলে কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পরিশোধ নিয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন অনেক উদ্যোক্তা। তবে হাতে গোনা যে ক'জন পর্যটক সৈকতে এসেছেন, তারা সমুদ্রের নোনা জলে গা ভাসিয়ে আনন্দ উপভোগ করছেন। কেউ ঘুরে দেখছেন আশপাশের দর্শনীয় স্থান, আবার কেউ খালি পায়ে সৈকতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হেঁটে উপভোগ করছেন প্রকৃতির স্বাভাবিক সৌন্দর্য। যেকোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ট্যুরিস্ট পুলিশ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

ফতুল্লায় ডাকাতি, বরগুনার

হয়। পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপ-পরিদর্শক সঞ্জিব জোয়ার্দার ও সহকারী উপ-পরিদর্শক মোজাম্মেল সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে দুই সদস্যকে আটক করা সম্ভব হলেও পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে দলের আরও সাত সদস্য পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান বলেন, গ্রেপ্তাররা আন্তঃজেলা সক্রিয় ডাকাত দলের সদস্য। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং পলাতক অন্য সদস্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বরিশালের ছয় আসনেই

মনোনীত ধানের শীষ মার্কার প্রার্থী এম জহির উদ্দিন স্বপন ১ লাখ ৫৫২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। এনিয়ে তিনি (স্বপন) তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা মার্কার প্রার্থী হাফেজ মাওলানা মো. কামরুল ইসলাম খান পেয়েছেন ৪৬ হাজার ২৬৩ ভোট। ওই আসনে গণভোটে 'হ্যাঁ' পড়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ২০৮টি আর 'না' ভোট পড়েছে ৭৩ হাজার ২৮৯টি। ?বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া) আসনে ?ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে এস সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু ১ লাখ ৪১ হাজার ৬২২ ভোট পেয়ে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি জামায়াতে ইসলামী মনোনীত আব্দুল মান্নান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৮২ ভোট। ওই আসনে 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ১ লাখ ৩৪ হাজার ২৭৮ টি আর না ভোট পড়েছে ৮০ হাজার ৯৬৬টি। ?বরিশাল-৩ (মুলাদী-বাবুগঞ্জ) আসনে ?ধানের শীষ প্রতীকে অ্যাডভোকেট জয়নুল আবেদীন ৮০ হাজার ৯৩০ ভোট পেয়ে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তা নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি ১১ দলীয় জোট সমর্থিত এবি পার্টির ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ ঈগল প্রতীকে পেয়েছেন ৬১ হাজার ১৯২ ভোট। এ আসনে 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ১ লাখ ২২ হাজার ৩০৫টি আর 'না' ভোট পড়েছে ৪০ হাজার ৬৬৩টি। ?বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ) আসনে ধানের শীষ প্রতীকে ১ লাখ ২৮ হাজার ৩২২ ভোট পেয়ে প্রথমবারের মতো সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন রাজীব আহসান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের আবদুল জব্বার পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৬৮৪ ভোট। ওই আসনে '?হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ১ লাখ ৪৩ হাজার ৯০০টি আর 'না' ভোট পড়েছে ৬৪ হাজার ৫১১টি। ?বরিশাল-৫ (সদর) আসনে ১ লাখ ৩৫ হাজার ১৪৬ ভোট পেয়ে পঞ্চম বারের মতো (উপ-নির্বাচনসহ) সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন ধানের শীষের প্রার্থী অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান সরোয়ার। এর আগে তিনি বরিশাল বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, হুইপ এবং সিটি মেয়র পদে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ ফয়জুল করীম পেয়েছেন ৯৫ হাজার ৪৪ ভোট। এ আসনে 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ১ লাখ ৭৬ হাজার ৬৮৭টি আর '?না' ভোট পড়েছে ৬৯ হাজার ৩৮৪টি। ? ?বরিশাল-৬ (বাকেরগঞ্জ) আসনে ?ধানের শীষ প্রতীকে ৮২ হাজার ২১৭ ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আবুল হোসেন খান। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি জামায়াতে ইসলামী মনোনীত দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে মাহমুদুন্নবী তালুকদার পেয়েছেন ৫৫ হাজার ৯৮৮ ভোট। ওই আসনে '?হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৪টি আর 'না' ভোট পড়েছে ৪১ হাজার ৭০০টি।

২০০৮ সালের পর প্রথম 'বিশ্বাসযোগ্য

স্বল্পতা, বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সহিংসতা, অনলাইনে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা এবং কিছু প্রক্রিয়াগত সীমাবদ্ধতা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়েছে। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান ইভার্স ইজাবস এ মূল্যায়ন তুলে ধরেন। ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন, ২০০৮ সালের পর প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনটি ছিল সত্যিকারের প্রতিযোগিতামূলক এবং নবায়ন করা আইনি কাঠামোর অধীনে অনুষ্ঠিত। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে নির্বাচনটি অনেকাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং মৌলিক স্বাধীনতা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তবে স্থানীয়ভাবে কিছু রাজনৈতিক সহিংসতা এবং অনলাইন বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একই সঙ্গে নারীদের জন্য সীমিত রাজনৈতিক পরিসর তাদের অংশগ্রহণে বাধা তৈরি করেছে। ইভার্স ইজাবস জানান, নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও স্বচ্ছভাবে কাজ করেছে এবং অংশীজনদের আস্থা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। নির্বাচনি আইনি কাঠামো গণতান্ত্রিক নির্বাচন পরিচালনার জন্য উপযোগী হলেও আইনি নিশ্চয়তা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে আরও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। কমিশন গণমাধ্যমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ বজায় রেখেছে, তবে কঠোর প্রচারণা বিধি সব ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় পক্ষপাতের অভিযোগও উঠেছে। নির্বাচন প্রস্তুতি পেশাদারত্বের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। বিদেশে থাকা প্রায় ৭ লাখ ৭০ হাজার ভোটার ডাকযোগে ভোট দিয়েছেন। ৮ লাখ ৫০ হাজারের বেশি নির্বাচনকর্মী প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং সামগ্রী বিতরণও সুষ্ঠুভাবে হয়েছে। তবে বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্র প্রতিবন্ধী ও সীমিত চলাচলক্ষম ভোটারদের জন্য সহজ প্রবেশযোগ্য ছিল না। ভোট গণনা ও ফল সংকলন মোটামুটি দক্ষতার সঙ্গে হলেও কিছু ক্ষেত্রে অখণ্ডতা রক্ষার ব্যবস্থা পুরোপুরি অনুসরণ হয়নি এবং তিনটি ঘটনায় ফল সংকলনে স্বচ্ছতার ঘাটতি লক্ষ্য করা হয়েছে। তবুও দলীয় এজেন্টদের উপস্থিতি এবং নিয়মিত ফল প্রকাশ জনআস্থা বাড়াতে সহায়ক হয়েছে। প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়ায় ৬০০-এর বেশি আপিল নিষ্পত্তি এবং দুই-তৃতীয়াংশ প্রার্থী পুনর্বহালকে ইতিবাচক দিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তিনি বলেন, দুই হজারের এর বেশি প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় ভোটাররা বিস্তৃত রাজনৈতিক বিকল্প পেয়েছেন। প্রচারণা ছিল প্রাণবন্ত এবং প্রার্থীরা সমাবেশ ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ করেছেন, যদিও শেষদিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও পারস্পরিক অভিযোগ বেড়ে যায়। নারীর অংশগ্রহণ কম হওয়াকে বড় হতাশা হিসেবে উল্লেখ করে ইভার্স ইজাবস বলেন, মাত্র ৪ শতাংশ প্রার্থী নারী ছিলেন। পিতৃতন্ত্র, বৈষম্য, অনলাইন হয়রানি ও চরিত্রহনন নারীদের অংশগ্রহণে বড় বাধা হিসেবে কাজ করেছে। আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন এবং জনপরিসরে ধর্মীয় বক্তব্যের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। তিনি জানান, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে অন্তত ৫৬টি সহিংস ঘটনার খবর পাওয়া গেছে, যাতে শতাধিক হতাহতের ঘটনা ঘটে। নারী প্রচারকর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানি ও সম্পত্তিতে হামলার ঘটনাও ঘটেছে। যেকোনো ধরনের সহিংসতা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের পরিপন্থি বলে উল্লেখ করা হয়। অনলাইন প্রচারণায় বিভ্রান্তিমূলক তথ্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উঠে এসেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষণে। ইভার্স ইজাবস জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়ানো অন্তত ৩০টি ভুয়া তথ্যের ঘটনা শনাক্ত হয়েছে, যেগুলোর অনেকগুলোই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০ লাখের বেশি ভিউ পেয়েছে। জাতীয় ফ্যাক্ট-চেকিং উদ্যোগগুলো সক্রিয় থাকলেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর প্রতিক্রিয়া ধীর ছিল। গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ভারসাম্যপূর্ণ কাভারেজ ও বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেও সামগ্রিকভাবে গণমাধ্যম সংস্কার প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ এবং চাপের কারণে বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনের পরিসর সীমিত বলে উল্লেখ করা হয়। নাগরিক সমাজের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, ৮১টি নাগরিক পর্যবেক্ষক দল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে এবং তরুণ কর্মীরা দেশজুড়ে ভোটার শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে গণতান্ত্রিক চর্চায় ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

নতুন সরকারের শপথ: মোদী ও শেহবাজ

শেহবাজ শরিফসহ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক) সদস্য দেশগুলোর সরকারপ্রধানদের আমন্ত্রণ জানানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা বিবিসি বাংলাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক আয়োজন করলেও আমন্ত্রিত অতিথিদের বিষয়ে বিএনপির পক্ষ থেকে ইতিবাচক ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যদিও শপথের সুনির্দিষ্ট তারিখ এবং অতিথিদের চূড়ান্ত তালিকা এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, সদ্য সমাপ্ত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করতে যাচ্ছে বিএনপি। অন্যদিকে, সংসদের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। এই শপথ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের নতুন অধ্যায় শুরু হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বিএনপি প্রার্থীর বাসায় ফুল নিয়ে

ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি। এর আগে ?শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় জনগণের সঙ্গে বিজয় পরবর্তী শুভেচ্ছা বিনিময়কালে চন্ডিপুর বাজারে আয়োজিত এক শুকরানা সমাবেশে মাসুদ সাঈদী দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ভিন্ন দলের নেতাকর্মীদের প্রতি যেন কোনো ধরনের অসদাচরণ না করা হয়। নির্বাচনে বিজয় যেন আমাদের অহংকারী না করে, বিজয় যেন আমাদের বিনয়ী করে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট জনগণের আস্থা অর্জন করা, নতুন ক্ষমতাসীনদের জবাবদিহির মধ্যে রাখা এবং দেশে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করা। এদেশ আমাদের সবার। সবাই মিলেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এদেশে নতুন করে আর কোনো স্বৈরাচার বা দুর্নীতিবাজকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে দেওয়া হবে না। ?সমাবেশ শেষে মাসুদ সাঈদী চন্ডিপুর ইউনিয়ন বিএনপির বিভিন্ন কার্যালয়ে গিয়ে বিএনপির নেতাকর্মীদের খোঁজখবর নেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পিরোজপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট জহিরুল হক, জেলা অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি শেখ আব্দুর রাজ্জাক, সদর উপজেলা আমির মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান, শিবিরের জেলা সভাপতি ইমরান হোসেন, মাজলিসুল মুফাসসিরীনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম, জেলা টিম সদস্য রাকিবুল হোসেন প্রমুখ।

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় বানারীপাড়ায়

আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও বরিশাল শেবামেক হাসপাতালে নিয়ে যায়। এর আগে বিএনপি কর্মীরা বাইশারী বাজার সংলগ্ন বিভাষ ঋষির বাড়িতে গিয়ে তাকে হাতুড়িপেটা করে। এ সময় ডাকচিৎকার দিলে তারা বিভাষ ঋষিকে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। পরে সে তাদের হাত থেকে বাচতে ৯৯৯ এ কল দেয়। খবর পেয়ে লবনসাড়া পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এ সময় বিভাষ ঋষি পুলিশের সহায়তায় চিকিৎসা নেন। পরে অর্ধশতাধিক বিএনপির নেতাকর্মী তার বাড়িতে গিয়ে হামলার ঘটনায় সমঝোতা করেন। এ ব্যাপারে বানারীপাড়া থানার ওসি মো. মজিবুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তবে এ ব্যাপারে এখনো কোনো পক্ষ থেকে অভিযোগ পাননি বলে তিনি জানান।

জয়নুল আবেদীনকে মন্ত্রিত্ব

বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. জয়নুল আবেদীন বরিশাল-৩ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এলাকার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তাকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান তারা। বক্তারা আরও বলেন, গত ১৫ বছরে দেশে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা বিভিন্ন মামলায় আইনগত সহায়তা দিয়েছেন অ্যাড. জয়নুল আবেদীন। মরহুম বেগম খালেদা জিয়া, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ দলের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলোতেও তিনি আইনি লড়াই করেছেন। এ কারণে বরিশালের উন্নয়নের স্বার্থে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের প্রতি তাকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান তারা। নেতাকর্মীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দাবি পূরণ না হলে তারা ঢাকা-বরিশাল মহাসড়ক অবরোধ কর্মসূচি দেওয়া হবে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ও দেহেরগতি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান ফারুক, চাঁদপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আলমগীর হোসেন স্বপন, কেদারপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কালাম হোসেন, মাধবপাশা বিএনপির সভাপতি অহিদুল ইসলাম খান, রহমতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রাজন সিকদার, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম রাফিল, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, বরিশাল মহানগর ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আজিজুল ইসলাম, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আতিক আল আমিন, সদস্য সচিব ইয়াসির আরাফাত ও যুগ্ম আহ্বায়ক আকিব হোসেন ইমরান প্রমুখ।

উজিরপুরে বিএনপির তিন

(১৪ ফেব্রুয়ারি) জেলার উজিরপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. শাহিন হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক মো. লাভলু হোসেনের সই করা বিজ্ঞপ্তি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল-২ (উজিরপুর ও বানারীপাড়া) আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থীর পক্ষে কোনো রকম নির্বাচনি কাজ না করায় ও প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য দলকে সহযোগিতা করায় বিএনপির সকল পদ ও পদবিসহ আজীবনের জন্য তিন বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার করা হলো।

স্বেচ্ছাসেবক দলের

দল নেতা মনির ফকির অভিযোগ করে বলেন, মিথ্যে অভিযোগে আমাকে তুলে নিয়ে হাতুড়িপেটা করেছে বেল্লাল ও তার লোকেরা। আমি এ ঘটনার বিচার চাই। তবে মনিরের অভিযোগ অস্বীকার করে বেল্লাল খান বলেন, হামলার সঙ্গে আমি জড়িত নই। আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। অপরদিকে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ফুটবল প্রতীকের এজেন্ট হওয়ার অপরাধে গৌরনদী উপজেলার খাঞ্জাপুর ইউনিয়নের কমলাপুর গ্রামের বাসিন্দা ঝুমুর বেগমকে বেধরক মারধর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঝুমুর বেগম অভিযোগ করেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ধানের শীষের সমর্থক মিরাজ হাওলাদারের নেতৃত্বে প্রথম দফায় তার ওপর হামলা করা হয়। শুক্রবার রাতে দ্বিতীয় দফায় তার বসত ঘরে হামলা চালানো হয়েছে। গৌরনদী মডেল থানার ওসি মো. তারিক হাসান রাসেল বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চরফ্যাশনে গৃহবধূকে গণধর্ষণ

তুলে বাড়িতে ফেরেন। পরদিন বুধবার সকালে ওই টাকা জমি মালিককে দেওয়ার কথা ছিল। এ জন্য টাকা নিজ ঘরে রাখেন। তিনি শিশুসন্তান নিয়ে ওই বাড়িতে বসবাস করা নারীর স্বামী চট্টগ্রামে কর্মস্থলে ছিলেন। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়, মঙ্গলবার রাতে খাবার খেয়ে গৃহবধূ সন্তানদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ভুলবশত ঘরের সিঁড়ির চিলেকোঠার ফটক খোলা ছিল। গভীর রাতে ঘরে কারও হাঁটার শব্দ শুনে তিনি সজাগ হন। এ সময় নুর করিম ও তাঁর সঙ্গীরা হামলা চালিয়ে ওই নারীর হাত ও মুখ বেঁধে রাখেন এবং চার লাখ টাকা ও দুই ভরি স্বর্ণালংকারসহ ঘরের সব মালামাল লুট করেন। একপর্যায়ে শিশুসন্তানদের অস্ত্রের মুখে অন্য একটি কক্ষে আটকে রাখা হয় এবং গৃহবধূকে নুর করিম, হানিফ ও নাজমুল ধর্ষণ করেন। ঘটনার একপর্যায়ে শিশুরা চিৎকার-কান্নাকাটি করলে অভিযুক্তরা পালিয়ে যান। পরে গৃহবধূকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। অভিযোগের বিষয়ে নুর করিম বলেন, 'ওই নারীর বাসায় যে রাতে চুরি হয়, সেই রাতে আমাদের দোকানেও চুরি হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে আমার বিরোধ আছে, এটা ঠিক। তবে ধর্ষণের বিষয়টি আমার জানা নেই।' চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) মাখলুকুর রহমান বলেন, 'ধর্ষণের শিকার হয়েছেন জানিয়ে এক নারী হাসপাতালে এসেছিলেন। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে থানা-পুলিশ পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে।' চরফ্যাশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহাঙ্গীর বাদশা বলেন, 'ধর্ষণের অভিযোগে এক নারী তিনজনকে আসামি করে থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। ঘটনাটি তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বরগুনার দুটি সংসদীয় আসনে

জমা হয়। বরগুনা-১ (বরগুনা-সদর-আমতলী- তালতলী) নিয়ে সংসদীয় আসন। এই আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মোট ২ লাখ ৮৮ হাজার ৪৫১টি ভোট পড়েছে। সাড়ে ১২ শতাংশ হিসেবে জামানত রক্ষায় প্রয়োজন ছিল ৩৬ হাজার ৫৬ ভোট। তবে জাতীয় পার্টি-জেপির প্রার্থী মো. জামাল হোসাইন পান ৯৮১ ভোট এবং খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মো. জাহাঙ্গীর হোসাইন পান ৬ হাজার ২৩২ ভোট। নির্ধারিত ভোটের কম পাওয়ায় তাদের দুজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বরগুনা-২ (বামনা-বেতাগী-পাথরঘাটা) নিয়ে গঠিত সংসদীয় আসন। এই আসনে নয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মোট ১ লাখ ৯৮ হাজার ১২১টি ভোট পড়েছে। জামানত রক্ষায় প্রয়োজন ছিল ২৪ হাজার ৭৬৫ ভোট। কিন্তু জাতীয় পার্টির প্রার্থী আব্দুল লতিফ ফরাজী পান ১ হাজার ২৪৮ ভোট, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (কাঁঠাল প্রতীক) মনোনীত মো. কামরুজ্জামান লিটন পান ১১৫ ভোট, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মো. মিজানুর রহমান পান ১৬ হাজার ৪৬৩ ভোট, বাংলাদেশ কংগ্রেসের মো. সাব্বির আহমেদ পান ২১৯ ভোট, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির মো. সোলায়মান পান ৯৫ ভোট, এনডিএমের সৈয়দ মো. নাজেস আফরোজ পান ২৯৪ ভোট এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী রাশেদ উদ জামান পান ২৯৮ ভোট। আইন অনুযায়ী এ সাতজন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বরগুনা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা তাছলিমা আক্তার জানিয়েছেন, নির্ধারিত ভোটের কম পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের জামানতের অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়েছে।

ছাত্র অধিকারের হামলায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর ৩ কর্মী আহত

গলাচিপা প্রতিনিধি

গলাচিপায় ছাত্র অধিকারের কর্মীদের হামলায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের ৩ কর্মীর ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার চরবিশ্বাস ইউনিয়নে এ হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক কে আলী কলেজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সোলায়মান (২৫), জুলাই যোদ্ধা বাপ্পী খান (২৩) ও ছাত্রদল নেতা শরীফ আহম্মেদ হাসান (২৩) আহত হন। তাদের গলাচিপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। সূত্র জানায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ২ মাস আগে একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে ছাত্র অধিকারের কর্মীরা সোলায়মানের ওপর চরবিশ্বাস ইউনিয়নে বুধবাড়িয়া বাজারে হামলা করে। এর পরপরই ওই ইউনিয়নের বটতলা বাজারে ছাত্র অধিকারের কর্মীরা জুলাই যোদ্ধা বাপ্পী খান ও ছাত্রদলের কর্মী শরীফ আহম্মেদ হাসানের ওপর হামলা করে। ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি জিয়াউল হক জুয়েল জানায়, আমরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের কর্মী ছিলাম। নির্বাচন চলাকালে হুমকির মুখে ছিলাম। শুক্রবার সন্ধ্যায় আমাদের কর্মীদের ওপর হামলা হয়েছে। হামলায় ছাত্রদলের ৩ জন আহত হয়েছে। গলাচিপা গণঅধিকারের মিডিয়া সেলের সমন্বয় আবু নাঈম বলেন, ছাত্র অধিকারের কোনো কর্মী যদি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গলাচিপা থানার ওসি জিল্লুর রহমান জানান, ঘটনা শুনেছি। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পক্ষ-বিপক্ষ নয়, সবার এমপি হতে চাই: নয়ন

চরফ্যাশন প্রতিনিধি

ভোলা-৪ (চরফ্যাশন ও মনপুরা) আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নয়ন বলেছেন, নির্বাচনে যারা তার সঙ্গে ছিলেন না তারাও সমানভাবে নিরাপদ থাকবেন। নির্বাচন-পরবর্তী সময়কে সহনশীল ও শান্তিপূর্ণ রাখতে দলীয় নেতাকর্মীদের প্রতিশোধপরায়ণ না হওয়ার কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার রাতে বিজয় লাভের পর দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান-এর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে এক সাক্ষাৎকারে নয়ন বলেন, "নির্বাচনে পক্ষ-বিপক্ষ থাকবেই। কিন্তু ফল ঘোষণার পর সবাই আমার এলাকার মানুষ। যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন তারা যেমন নিরাপদ থাকবেন, যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন না তারাও নিরাপদে থাকবেন।" বর্তমানে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্বে থাকা নয়ন এই প্রথম জাতীয় সংসদে যাওয়ার সুযোগ পেলেন। তিনি এ অর্জনকে মহান আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত উল্লেখ করে বলেন, চরফ্যাশন ও মনপুরাবাসী তার ওপর আস্থা রেখে ভোট দিয়েছেন এ আস্থার প্রতিদান উন্নয়ন কাজের মাধ্যমে দিতে চান। এলাকার প্রধান সমস্যাগুলোর কথা তুলে ধরে নবনির্বাচিত এই এমপি বলেন, চরফ্যাশনের মানুষের বড় সংকট নদীভাঙন। এ সমস্যা সমাধানে টেকসই ও আধুনিক বেড়িবাঁধ নির্মাণ জরুরি। পাশাপাশি বেকারত্ব কমাতে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। স্বাস্থ্যখাতের দুরবস্থার কথাও তুলে ধরে তিনি ভোলায় একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নয়ন বলেন, "চরফ্যাশন ও মনপুরার অধিকাংশ মানুষের জীবনমান এখনো নিম্ন পর্যায়ে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করব। সংসদে গিয়ে এলাকার মানুষের কথা জোরালোভাবে তুলে ধরব।" নির্বাচন-পরবর্তী সম্ভাব্য সংঘাত এড়াতে তিনি নেতাকর্মীদের ঐক্য ও সংযম বজায় রাখার নির্দেশ দেন। তার ভাষায়, "এখন আমি শুধু একটি দলের প্রতিনিধি নই, পুরো চরফ্যাশন-মনপুরার প্রতিনিধি। কে কোন দল করেছে, সেই বিভাজন চাই না। উন্নয়নের স্বার্থে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে চাই।" ভোলার সার্বিক উন্নয়নের প্রসঙ্গে তিনি জানান, জেলার চারটি আসনে নির্বাচিত চারজন এমপি সমন্বিতভাবে কাজ করবেন। সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে জেলার অবকাঠামো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। এর আগে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব রাইসুল আলমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন নুরুল ইসলাম নয়ন। এ সময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ইয়ারুল আলম লিটন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মিজানুর রহমান মাসুদ, সদস্য সচিব মুনতাসীর আলম চৌধুরী রবিনসহ দলীয় নেতারা।

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
বরিশাল ॥ রবিবার ॥ ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ॥ ০২ ফাল্গুন ১৪৩২

নতুন সরকারের শপথ: মোদী ও শেহবাজ শরিফসহ সার্ক নেতাদের আমন্ত্রণের প্রস্তুতি

কীর্তনখোলা ডেস্ক
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর নতুন নির্বাচিত সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক কূটনৈতিক প্রস্তুতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ৩ এর পাতায় দেখুন

২০০৮ সালের পর প্রথম 'বিশ্বাসযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক' নির্বাচন: ইউরোপীয় ইউনিয়ন

কীর্তনখোলা ডেস্ক
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ২০০৮ সালের পর প্রথম 'বিশ্বাসযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক' নির্বাচন এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত বলে উল্লেখ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন। তবে নারী প্রার্থীর ৩ এর পাতায় দেখুন

বিএনপি প্রার্থীর বাসায় ফুল নিয়ে গেলেন বিজয়ী মাসুদ সাঈদী

পিরোজপুর প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পিরোজপুর-১ আসন থেকে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী মাসুদ সাঈদী নির্বাচিত হয়েছেন। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে জেলা জামায়াতের নেতাদের সঙ্গে নিয়ে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেনের বাসায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেনকে ২৫ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন মাসুদ সাঈদী। ?বিজয় লাভের পরপরই তিনি ঘোষণা দেন, দলমত নির্বিশেষে তিনি পিরোজপুরের সব মানুষের জন্য কাজ করবেন। মাসুদ সাঈদী বলেন, আমাদের লক্ষ্য একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় পিরোজপুর গড়ে তোলা। ?সাক্ষাৎকালে মাসুদ সাঈদী বলেন, আমরা সবাই মিলেমিশে একটি সুন্দর ও সম্ভাবনাময় পিরোজপুর গড়ে তুলব। আমরা পিরোজপুরকে শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধির হিসেবে গড়ে তুলব। আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের পিরোজপুর গড়ে তুলব। আমাদের মাঝে দলীয় বিভাজন থাকবে না, থাকবে ৩ এর পাতায় দেখুন

বরগুনার দুটি সংসদীয় আসনে ৯ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত

বরগুনা প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনার দুটি সংসদীয় আসনে অংশ নেওয়া ১৩ প্রার্থীর মধ্যে ৯ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। বরগুনার রিটার্নিং কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত ফলাফল সিট থেকে এ তথ্য জানা গেছে। বরগুনা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আতিকুল ইসলাম জানান, জাতীয় সংসদ নির্বাচনী আইন অনুযায়ী প্রার্থীদের ট্রেজারি চালান, তফসিলি ব্যাংকের পে-অর্ডার অথবা পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে ২৫ হাজার টাকা জামানত হিসেবে জমা দিতে হয়। কোনো প্রার্থী তার আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের ন্যূনতম সাড়ে ১২ শতাংশ ভোট পেলে জামানত ফেরত পান, অন্যথায় তা বাজেয়াপ্ত হয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ৩ এর পাতায় দেখুন

বাকেরগঞ্জে যাত্রীবাহী বাস ডোবায়, হেলপার নিহত

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলায় যাত্রীবাহী একটি বাস ডোবায় পড়ে চালকের সহকারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় যাত্রীরা সামান্য আহত হয়েছেন। শনিবার বেলা ১১টার দিকে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কে উপজেলার দুধল মৌ এলাকার গোলদার বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে বলে বাকেরগঞ্জ থানার এসআই নাজমুল মোল্লা জানিয়েছেন। নিহত জিহাদ সরদার (২৫) বগুড়ার সোনাতলা থানার বালিয়াখালী এলাকার বাসিন্দা সবুর সরদারের ছেলে। তিনি চালকের সহকারী ছিলেন। এসআই নাজমুল মোল্লা বলেন, লাবিবা পরিবহনের বাসটি পটুয়াখালী থেকে ৩৬ যাত্রী নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা ৩ এর পাতায় দেখুন

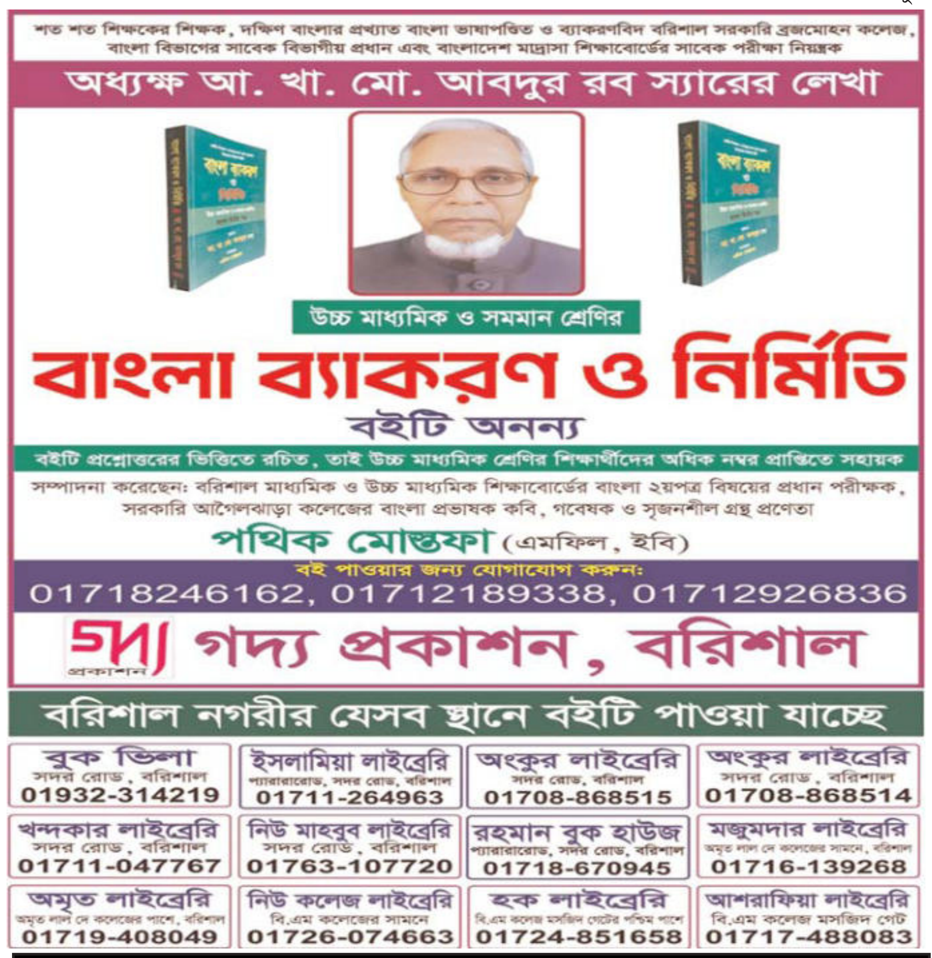

মাদকাসক্তি ও মানসিক
রোগীদের সর্বাধুনিক চিকিৎসা এখন বরিশালে
দি নিউ লাইফ
মহিলা রোগীদের জন্য পৃথক ওয়ার্ড
যোগাযোগ: ১নং সিএন্ডবি পুল (কাজীপাড়া সংলগ্ন), বরিশাল।
০১৭১৩-৯৫০৯৪১
০১৭১৩-১৬৯৮২৮

প্রথমবার সংসদে যাচ্ছেন তিনজন
বরিশালের ছয় আসনেই 'হ্যাঁ' ভোটের বিজয়

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরিশাল জেলার ছয়টি সংসদীয় আসনে নিরঙ্কুশভাবে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ মার্কার প্রার্থীরা। এরমধ্যে প্রথমবারের মতো বরিশাল-২, ৩ ও ৪ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে সংসদে যাচ্ছেন। এছাড়া বরিশাল-৫ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচিত প্রার্থী পঞ্চমবারের মতো, বরিশাল-১ আসনের বিএনপি মনোনীত নির্বাচিত প্রার্থী তৃতীয়বারের মতো এবং বরিশাল-৬ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী দ্বিতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। একইসাথে প্রতিটি আসনে গণভোটে "হ্যা" ভোট বিজয়ী হয়েছে। বরিশালের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ফরিদুল ইসলাম তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গত ১২ ফেব্রুয়ারির ভোটে বরিশাল-১ (গৌরনদী-আগৈলঝাড়া) আসনে বিএনপি ৩ এর পাতায় দেখুন

বিশ্ব ভালোবাসা দিবসেও ফাঁকা কুয়াকাটা, বিপাকে ব্যবসায়ীরা

কুয়াকাটা প্রতিনিধি
ফাগুনের আমেজ আর বিশ্ব ভালোবাসা দিবসকে ঘিরে প্রতিবছরই পর্যটকের ভিড়ে মুখর থাকে পটুয়াখালীর অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। তবে চলতি বছরে দেখা গেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। পর্যটকের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈকতজুড়ে নেমে এসেছে অস্বাভাবিক নীরবতা। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে সৈকতের বিভিন্ন পয়েন্ট ঘুরে দেখা যায়, যেখানে অন্যান্য বছর এদিন উপচে পড়া ভিড় থাকলেও এবার সেখানে বিরাজ করছে নির্জনতা। দোকানপাট খোলা থাকলেও ক্রেতা নেই বললেই চলে। হোটেল-মোটেলগুলোতেও নেই কাঙ্ক্ষিত বুকিং। জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে টানা প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে এলাকায় বিরাজ করছে ৩ এর পাতায় দেখুন

সংবিধান ও কার্যপ্রণালীর ধূম্রজাল আজ হচ্ছে না শপথ

কীর্তনখোলা ডেস্ক
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত এমপিদের শপথ হচ্ছে না আজ রোববার। বরং শপথ বাক্য পাঠ করানো নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে ধূম্রজাল। পূর্বতন সংসদের স্পিকারের পদত্যাগ এবং ডেপুটি স্পিকার কারাগারে থাকায়, কে শপথ বাক্য পাঠ করাবেন-এ নিয়ে গত দু'দিন ধরে চলছে নানান ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। অধিকাংশ বিশ্লেষকই উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির দিকে চোখ দিয়েছেন। যদিও এটির সুস্পষ্ট সমাধান রয়েছে বিদ্যমান সংবিধানেই। এবং এই সংবিধানের আলোকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)কে দিয়ে এমপিদের শপথ গ্রহণের আয়োজন চলছে। এরই মধ্যে রোববার দুপুরে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব আইনি নির্দেশনা হাতে পেয়েছেন। সেই আলোকে প্রস্তুতি চলছে এমপিদের শপথ গ্রহণের। কী বলছে ৩ এর পাতায় দেখুন

চরফ্যাশনে গৃহবধূকে গণধর্ষণ লুটপাটের অভিযোগ

চরফ্যাশন প্রতিনিধি
ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার একটি গ্রামে শিশু সন্তানদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে এক গৃহবধূকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ সময় ঘরে থাকা জমি কেনার জন্য ব্যাংক থেকে তোলা চার লাখ টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নেওয়া হয় বলে ওই নারী অভিযোগ করেছেন। ঘটনার দুই দিন পর শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই নারী চরফ্যাশন থানায় মামলা করেছেন। এতে স্থানীয় তিন যুবককে আসামি করা হয়েছে। তাঁরা হলেন নুর করিম, হানিফ ও নাজমুল। মামলার অভিযোগ থেকে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার মামলার বাদী গৃহবধূ জমি কেনার জন্য ব্যাংক থেকে চার লাখ টাকা ৩ এর পাতায় দেখুন

স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে হাতুড়িপেটা

গৌরনদী প্রতিনিধি
বরিশালের গৌরনদীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতাকে হাতুড়িপেটা করা হয়েছে। স্থানীয়রা আহতকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার মাহিলাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে। আহতের নাম- মনির ফকির। তিনি মাহিলাড়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক। স্থানীয়রা জানান, ধানের শীষ মার্কার সমর্থক মাহিলাড়া ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মনির ফকির একই দলের বেল্লাল খানকে ফুটবল মার্কার সমর্থক আখ্যা দেয়। এর জেরে মনিরকে তুলে নিয়ে হাতুরি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে বেল্লাল ও তার লোকেরা। পরে আহত অবস্থায় মনিরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বেচ্ছাসেবক ৩ এর পাতায় দেখুন

অধ্যাপক ডাঃ সৈয়দ জাহিদ হোসেন
এম.বি.বি.এস; এফ.সি.পি.এস. ফেলো ডব্লিউ. এইচ.ও (অস্ট্রেলিয়া)
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান), শিশু বিভাগ (এক্স)
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বরিশাল।
নবজাতক, শিশু ও কিশোর রোগ বিশেষজ্ঞ

চেম্বার:
এ্যাপোলো ডায়াগনস্টিক কমপ্লেক্স
শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ এর সামনে বাঁধ রোড, বরিশাল।
রোগী দেখার সময়:
প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা
সিরিয়ালের জন্য:
০১৭১৪-০৬৭৮৮৬, ০১৭০৬-৩৫৪৯৭৫

চেম্বার:
মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ
কে.বি হেমায়েত উদ্দিন রোড (গির্জামহল্লা), বরিশাল।
রোগী দেখার সময়:
প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ১০টা
সিরিয়ালের জন্য:
০১৭৫২-১৩৪৪৩৮, ০১৭১১-২৪০৯৬৯

বাসা: বসুন্ধরা হাউজিং, রূপাতলী, বরিশাল

ফতুল্লায় ডাকাতি, বরগুনার দুই ডাকাত গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
ফতুল্লায় নগদ টাকা ও ডাকাতির বিভিন্ন সরঞ্জামসহ আন্তঃজেলা ডাকাত দলের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তাররা হলো বরগুনা জেলার আমতলী থানার আবদা সড়কের মৃত ইউসুফ হাওলাদারের ছেলে মো. অলিউল্লাহ হাওলাদার (৩০) এবং আমতলী পৌরসভার আনোয়ারের ছেলে মো. জাকারিয়া (২৮)। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) ভোররাত আনুমানিক চারটার দিকে ফতুল্লার মুসলিম নগর নয়াবাজার এলাকায় মো. আব্দুল বাতেনের বাড়ির সামনে থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে নগদ আট লাখ টাকা, স্বর্ণালংকার, একটি সুইচগিয়ার, একটি স্টিলের চাপাতি, একটি ধারালো ছোট ছুরি, একটি গ্যাস লাইটার হিটার এবং ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত একটি গ্রিল কাটার মেশিন উদ্ধার করা ৩ এর পাতায় দেখুন

প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলার অভিযোগে বিএনপি নেতা বহিষ্কার

কাঁঠালিয়া প্রতিনিধি
প্রতিপক্ষের বাড়িতে হামলার অভিযোগে ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলার পাটিখালঘাটা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান কালামকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে তাকে বহিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর-

কাঁঠালিয়া) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় বিএনপির ধর্মবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম জামাল। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে নিজ বাসভবনের সামনে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা নেতাকর্মীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য শেষে রফিকুল ইসলাম জামাল প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন, অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় তাকে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর ৩ এর পাতায় দেখুন

পটুয়াখালীর চারটি আসনে ১০ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
সদ্য সমাপ্ত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী জেলার চারটি সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অর্ধেক প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রকাশিত চূড়ান্ত ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০ জনই তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বিধান অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট আসনে প্রদত্ত মোট ৩ এর পাতায় দেখুন

উজিরপুরে বিএনপির তিন নেতা আজীবন বহিষ্কার

উজিরপুর প্রতিনিধি
নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অন্য দলের প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার অভিযোগে বরিশালে বিএনপির তিন নেতাকে দলের সকল পদ-পদবিসহ আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। বহিষ্কৃতরা হলেন- উজিরপুরের গুঠিয়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. হারুন দফাদার, ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সহসভাপতি মো. জামাল মোল্লা ও ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. সহিদ বেপারী। গতকাল ৩ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় বানারীপাড়ায় আহত ৬

বানারীপাড়া প্রতিনিধি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরবর্তী সহিংসতায় বরিশাল-২ আসনের বানারীপাড়ায় জামায়াতে ইসলামী ও বিএনপির কর্মীসহ ৬ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টায় উপজেলার আহম্মদাবাদ বেতাল গ্রামে খান বাড়ির সামনে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে জামায়াতে ইসলামীর ওয়ার্ড সভাপতি হেমায়েত হোসেন, জামায়াত নেতা আক্তার হোসেন ও উপজেলা বিএনপির সহ-দপ্তর সম্পাদক ছাব্বির হোসেন, ওয়ার্ড বিএনপি নেতা মো.খোকন, হাসিব সরদারসহ ৬ জন আহত হন। এ সময় স্থানীয়রা ৩ এর পাতায় দেখুন

জয়নুল আবেদীনকে মন্ত্রিত্ব দেয়ার দাবিতে মিছিল

বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি
বরিশাল-৩ আসনে সদ্য নির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. জয়নুল আবেদীনকে মন্ত্রী পদে নিয়োগের দাবিতে মিছিল করেছে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার কলেজ গেট এলাকা থেকে মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্টিল ব্রিজ এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। এসময় নেতাকর্মীরা অ্যাড. জয়নুল আবেদীনকে মন্ত্রী পদে নিয়োগের দাবিতে স্লোগান দেন। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা ৩ এর পাতায় দেখুন

প্রধান সম্পাদক: মো: ফিরোজ আহম্মেদ মোল্লা, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: মিতা মোস্তফা, নির্বাহী সম্পাদক: এম জামান, প্রকাশক: কাজী মিরাজ মাহমুদ কর্তৃক
মায়ের দোয়া অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, হাসপাতাল রোড, বরিশাল থেকে মুদ্রিত ও বার্তা কার্যালয় ঃ সৌরভ লজ, গোড়াচাঁদ দাস রোড, বরিশাল-৮২০০। মোবাঃ ০১৭১২-৯২৬৮৩৬, E-Mail: dailykirtonkhola@gmail.com